

কুরআন মাজীদ

মূলপাঠ • সরল অনুবাদ • পাশ্চটীকা

অনুবাদ ও পাশ্চটীকা সংযোজন

জিয়াউর রহমান মুন্সী



কুরআন-সুন্নাহর মাঝেই নিরাপত্তা

সূচিপত্র

সূরা ফাতিহা ১	২	সূরা ইয়া সীন ৩৬	৪৪১
সূরা বাকারা ২	৩	সূরা সাফফাত ৩৭	৪৪৬
সূরা আলে ইমরান ৩	৫১	সূরা সোয়াদ ৩৮	৪৫৩
সূরা নিসা ৪	৭৮	সূরা যুমার ৩৯	৪৫৯
সূরা মা'ইদা ৫	১০৭	সূরা মুমিন/ গাফির ৪০	৪৬৮
সূরা আনআম ৬	১২৯	সূরা হা মীম সাজদা/ ফুসসিলাত ৪১	৪৭৮
সূরা আ'রাফ ৭	১৫২	সূরা শূরা ৪২	৪৮৪
সূরা আনফাল ৮	১৭৮	সূরা যুখরুফ ৪৩	৪৯০
সূরা তাওবা ৯	১৮৮	সূরা দুখান ৪৪	৪৯৬
সূরা ইউনুস ১০	২০৯	সূরা জাসিয়া ৪৫	৪৯৯
সূরা হূদ ১১	২২২	সূরা আহকাফ ৪৬	৫০৩
সূরা ইউসুফ ১২	২৩৬	সূরা মুহাম্মাদ/ কিতাল ৪৭	৫০৭
সূরা রা'দ ১৩	২৫০	সূরা ফাতহ ৪৮	৫১২
সূরা ইবরাহীম ১৪	২৫৬	সূরা হুজুরাত ৪৯	৫১৬
সূরা হিজর ১৫	২৬২	সূরা ক্বফ ৫০	৫১৯
সূরা নাহল ১৬	২৬৮	সূরা যারিয়াত ৫১	৫২১
সূরা বনী ইসরাঈল/ ইসরা ১৭	২৮৩	সূরা তুর ৫২	৫২৪
সূরা কাহফ ১৮	২৯৪	সূরা নাজম ৫৩	৫২৭
সূরা মারইয়াম ১৯	৩০৬	সূরা কমার ৫৪	৫২৯
সূরা ত্ব-হা ২০	৩১৩	সূরা আর-রহমান ৫৫	৫৩২
সূরা আশ্বিয়া ২১	৩২৩	সূরা ওয়াকিয়া ৫৬	৫৩৫
সূরা হাজ্জ ২২	৩৩২	সূরা হাদীদ ৫৭	৫৩৮
সূরা মুমিনুন ২৩	৩৪৩	সূরা মুজাদালা ৫৮	৫৪৩
সূরা নূর ২৪	৩৫১	সূরা হাশর ৫৯	৫৪৬
সূরা ফুরকান ২৫	৩৬০	সূরা মুমতাহিনা ৬০	৫৫০
সূরা শুআরা ২৬	৩৬৭	সূরা ছফ ৬১	৫৫২
সূরা নামল ২৭	৩৭৭	সূরা জুমুআ ৬২	৫৫৪
সূরা কাসাস ২৮	৩৮৬	সূরা মুনাফিকুন ৬৩	৫৫৫
সূরা আনকাবুত ২৯	৩৯৭	সূরা তাগাবুন ৬৪	৫৫৭
সূরা রাম ৩০	৪০৫	সূরা তালাক ৬৫	৫৫৯
সূরা লুকমান ৩১	৪১২	সূরা তাহরীম ৬৬	৫৬১
সূরা সাজদা ৩২	৪১৬	সূরা মুলক ৬৭	৫৬৩
সূরা আহযাব ৩৩	৪১৯	সূরা কলম ৬৮	৫৬৫
সূরা সাবা ৩৪	৪২৯	সূরা হাক্বাহ ৬৯	৫৬৮
সূরা ফাতির ৩৫	৪৩৫	সূরা মাআরিজ ৭০	৫৭০

সূরা নূহ ৭১	৫৭২
সূরা জিন ৭২	৫৭৪
সূরা মুযায্মিল ৭৩	৫৭৭
সূরা মুদ্দাসসির ৭৪	৫৭৯
সূরা কিয়ামাহ ৭৫	৫৮১
সূরা দাহর/ ইনসান ৭৬	৫৮৩
সূরা মুরসালাত ৭৭	৫৮৫
সূরা নাবা ৭৮	৫৮৭
সূরা নাযিয়াত ৭৯	৫৮৮
সূরা আবাসা ৮০	৫৯০
সূরা তাকভীর ৮১	৫৯১
সূরা ইনফিতার ৮২	৫৯২
সূরা মুতাফফিফীন ৮৩	৫৯৩
সূরা ইনশিকাক ৮৪	৫৯৫
সূরা বুরূজ ৮৫	৫৯৬
সূরা তারিক ৮৬	৫৯৭
সূরা আ'লা ৮৭	৫৯৮
সূরা গাশিয়া ৮৮	৫৯৮
সূরা ফাজর ৮৯	৫৯৯
সূরা বালাদ ৯০	৬০১
সূরা শামস ৯১	৬০১
সূরা লাইল ৯২	৬০২
সূরা দুহা ৯৩	৬০৩
সূরা আলাম নাশরাহ ৯৪	৬০৩
সূরা তীন ৯৫	৬০৪
সূরা আলাক ৯৬	৬০৪
সূরা কদর ৯৭	৬০৫
সূরা বাইয়িনা ৯৮	৬০৫
সূরা যিলযাল/ যালযালা ৯৯	৬০৬
সূরা আদিয়াত ১০০	৬০৬
সূরা কারিআ ১০১	৬০৭
সূরা তাকাসুর ১০২	৬০৭
সূরা আসর ১০৩	৬০৮
সূরা হুমাযা ১০৪	৬০৮
সূরা ফীল ১০৫	৬০৮
সূরা কুরাইশ ১০৬	৬০৯
সূরা মাউন ১০৭	৬০৯
সূরা কাফিরান ১০৯	৬০৯
সূরা কাউসার ১০৮	৬০৯

সূরা নাসর ১১০	৬১০
সূরা লাহাব/ তাক্বাত/ মাছাদ ১১১	৬১০
সূরা ইখলাস ১১২	৬১০
সূরা ফালাক ১১৩	৬১১
সূরা নাস ১১৪	৬১১

অনুবাদকের কথা

কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠত্ব

চল্লিশ রব্বানা দুআগুলো

ওয়াক্ফ-চিহ্নের নির্দেশনা ও কালার গাইডেড ...

এ অনুবাদে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

“মুজামুল কুরআন” ও “মুজামুল বায়ান”

এই অনুবাদ ও
পাশ্চটিকা গ্রন্থটি থেকে
যথাযথভাবে উপকৃত হতে
হলে প্রথমেই পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার
“চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ” এবং
৬১২-৬১৮ পৃষ্ঠার “অনুবাদকের
কথা” অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে
পড়ে নেওয়া প্রয়োজন।

চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ

হিফজুল কুরআনের
পারা ও পৃষ্ঠা নং

সূরা নং	আয়াতের পরিধি
১	১-৬
২	১-২১
৩	১-৩
৪	১-১১
৫	১-১১
৬	১-১১
৭	১-১১
৮	১-১১
৯	১-১১
১০	১-১১
১১	১-১১
১২	১-১১
১৩	১-১১
১৪	১-১১
১৫	১-১১
১৬	১-১১
১৭	১-১১
১৮	১-১১
১৯	১-১১
২০	১-১১
২১	১-১১
২২	১-১১
২৩	১-১১
২৪	১-১১
২৫	১-১১
২৬	১-১১
২৭	১-১১
২৮	১-১১
২৯	১-১১
৩০	১-১১
৩১	১-১১
৩২	১-১১
৩৩	১-১১
৩৪	১-১১
৩৫	১-১১
৩৬	১-১১
৩৭	১-১১
৩৮	১-১১
৩৯	১-১১
৪০	১-১১
৪১	১-১১
৪২	১-১১
৪৩	১-১১
৪৪	১-১১
৪৫	১-১১
৪৬	১-১১
৪৭	১-১১
৪৮	১-১১
৪৯	১-১১
৫০	১-১১
৫১	১-১১
৫২	১-১১
৫৩	১-১১
৫৪	১-১১
৫৫	১-১১
৫৬	১-১১
৫৭	১-১১
৫৮	১-১১
৫৯	১-১১
৬০	১-১১
৬১	১-১১
৬২	১-১১
৬৩	১-১১
৬৪	১-১১
৬৫	১-১১
৬৬	১-১১
৬৭	১-১১
৬৮	১-১১
৬৯	১-১১
৭০	১-১১
৭১	১-১১
৭২	১-১১
৭৩	১-১১
৭৪	১-১১
৭৫	১-১১
৭৬	১-১১
৭৭	১-১১
৭৮	১-১১
৭৯	১-১১
৮০	১-১১
৮১	১-১১
৮২	১-১১
৮৩	১-১১
৮৪	১-১১
৮৫	১-১১
৮৬	১-১১
৮৭	১-১১
৮৮	১-১১
৮৯	১-১১
৯০	১-১১
৯১	১-১১
৯২	১-১১
৯৩	১-১১
৯৪	১-১১
৯৫	১-১১
৯৬	১-১১
৯৭	১-১১
৯৮	১-১১
৯৯	১-১১
১০০	১-১১

પૃષ્ઠા નં

সূরার নাম

পারার নাম

পারা ৩০
পৃষ্ঠা ৭

ইনফিতার ৮২:৬-১৯; মুতাব্বিফীন ৮৩:১-১০

୧୧୭

عَمَّ ٣٠ * سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ ٨٣

সূরার মূল
পাশ্চটীকা/
মেজর থিম

ধোঁকা

মানুষ অকৃতজ্ঞ
ও ধোঁকার
শিকার

ধোঁকার কারণ:
পরকাল
সম্পর্কে
উদাসীনতা

সবকিছু
লিখছেন
সম্মানিত
ফেরেশতারা

ও মানুষ, তোমার মহান রবের ব্যাপারে তোমাকে কীসে ধোঁকায় ফেলল^[৩]—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করে সুখম ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপ দিয়েছেন,^[৭] তাঁর পছন্দমতো আকারে তোমাকে গঠন করেছেন?^[৭] না, বরং (ধোঁকায় পড়ার আসল কারণ হলো:) তোমরা (পরকালের) প্রতিদানকে মিথ্যা মনে করো,^[৪] অথচ তোমাদের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা আছে^[১০]—যারা সম্মানিত, লেখায় নিয়োজিত,^[১১] তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত^[১২]

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّفَكَ الْكِرِيمَ ﴿٦﴾
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي
أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ
تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ
لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

অধীন পাশ্চটীকা/
সাব-খিম/—
আয়াতের মূলকথা,
শিক্ষা

গাইডেড

পরকালের চিত্র
আয়াত ১৩-১৬
ভালোরা
জান্নাতে আর
অবাধ্যরা
জাহান্নামে

অবাধ্যরা
ভয়াবহ আযা
ভোগ করবে
চিরদিন
মিষ্টর দেহান ৫০০৫

চূড়ান্ত কর্তৃত্ব
আল্লাহর

নাশচর, আল্লাহর অনুগত লোকজন থাকবে রকমার অনুগ্রহের ভেতর, [১৩৭] আর খারাপ লোকেরা থাকবে দাউদাউ করা আগুনের ভেতর: [১৩৮] প্রতিদান দেওয়ার দিন ওরা সেই আগুনে পুড়বে, [১৩৯] কিছুতেই সেখান থেকে বের হতে পারবে না। [১৪০] প্রতিদান দেওয়ার দিনটা কত ভয়াবহ, তা তোমাকে কীসে বোঝাবে? [১৪১] আবারও (বলছি) প্রতিদান দেওয়ার দিনটার বিভীষিকা তোমাকে কীসে বোঝাবে? [১৪২] সেদিন একজন আরেকজনের কোনও কাজে আসবে না; সেদিন কতৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর। [১৪৩]

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ
 لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾
 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ
 مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
 الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
 سَيِّئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

Crossreference/
আরও যেখানে আছে

সূরার নামের অর্থ-

নাথিলের সময়কাল-

মক্কা-যুগের
শেষ ও
মদীনা-যুগের
শুরুরতে নাযিল

সূরা মুতাফফিফীন ৮৩

মুতাকফিফীন' অর্থ 'যারা অন্যকে ঠকায়'

মাকি
আয়াত: ৩৬
রুকু: ১

سورة المطففين: ٨٣

যতিচিহ্নের
ব্যবহার —
(, ; : —)

যারা নিজের
স্বার্থ পুরোপুরি
বুঝে নেয়, কি
অন্যকে ঠকায়
আয়াত ১-৬

তাদের উচিত
পরকালকে
ভয় করা

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

ধ্বংস তাদের—যারা ঠাকায়! [১৬] যারা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা আদায় করার সময় পুরোপুরি বুঝে নেয়! [১৭] অথচ অন্যের পাওনা মেপে বা ওজন করে দিতে গেলে কম দেয়! [১৮] এরা কি জানে না—মরার পর এদেরকে আবার জীবিত করা হবে! [১৯] এক ভয়ংকর দিনে! [২০] যেদিন সব মানুষকে মহাবিশ্বের অধিপতির সামনে দাঁড়াতে হবে! [২১]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ
أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

অনুবাদে
আয়াত নং

অবাধ্যদের
আমলনামা
ও পরিণতি
আয়াত ৭-১৭

অবাধ্যদের
কর্মকাণ্ড
লিখিত ও
সংরক্ষিত

না, এভাবে চলতে পারে না; তাদের সাবধান হওয়া উচিত। অবাধ্য লোকদের কার্যবিবরণী সিজ্ঞানে (তথ্য ভীষণ সংকীর্ণ জায়গায়) সংরক্ষিত আছে।^[১৯] সংকীর্ণ জায়গাটি কেমন তা তোমাকে কীসে বোঝাবে! (২০) (তাদের) কার্যবিবরণী স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।^[২১] যারা আল্লাহর বানীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, সেদিন তাদেরকে চরম দর্ভোগ পোহাতে হবে।^[২২]

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾
وَمَا أَدرِيكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾
وَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

নাথিলের

সময়কাল: মক্কা-

যুগের শুরুতে।

বিষয়বস্তু: আল্লাহর
পরিচয়, বান্দার
শপথ, সঠিক পথ
পাওয়ার আকুতি
ও সঠিক পথের
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সূরা ফাতিহা ১

‘ফাতিহা’ অর্থ ‘শুরু; সূচনা; ভূমিকা’

মাক্কি
আয়াত: ৭
কবু: ১

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ١

মনজিল
১

আল্লাহর গুণাবলি,
বান্দার শপথ

ও দুআ
আয়াত ১-৭

আল্লাহ তাআলার
কয়েকটি গুণ

ইবাদাত একমাত্র
আল্লাহর পাওনা
মিলিয়ে পড়ুন ২:২১; ৫১:৫৬

সঠিক পথ
মানে—নবি-
রাসূল, শহীদ
ও মুমিন
বান্দাদের পথ
মিলিয়ে পড়ুন ৪:৬৯

আর ভুলপথ
মানে—ইহুদি,
খ্রিস্টান ও
শয়তানের পথ

পরম করুণাময়,

বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে ॥[১]

প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি সকল সৃষ্টির

অধিপতি,[২] পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু,[৩]

বিচার দিনের সম্রাট ॥[৪] আমরা কেবল তোমার

গোলামি করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য

চাই ॥[৫] আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও ॥[৬]—

তাদের পথ, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ;

ওদের পথ নয়, যারা (তোমার) ক্রোধের

শিকার হয়েছে; ওদের পথও নয়,

যারা ভুল পথে চলছে ॥[৭]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ﴿٧﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٨﴾

নাখিলের সময়কাল:

মদীনা-যুগের
প্রথম সূরা, তবে
২৭৫-২৮১ আয়াত
সর্বশেষে নাখিল।
বিষয়বস্তু: মুত্তাকী,
কাফির, মুনাফিক,
বনী ইসরাঈল
ও শরিয়তের
বিধিবিধান



পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আলিফ লাম মীম ॥[১]

الْم

এই কিতাব—এতে কোনও সন্দেহ
নেই—(এটা) এমন লোকদেরকে পথ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ

দেখায়, যারা আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে

فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

চায়,[২] যারা অদৃশ্য-জগৎকে সত্য বলে

মানে, নামাজ কায়েম রাখে এবং আমি

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

তাদেরকে যেসব জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা

থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) খরচ করে;[৩]

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ

আর যারা তোমার কাছে যা নাখিল করা

হয়েছে এবং তোমার আগে যা নাখিল করা

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ

হয়েছিল—সেগুলোকে সত্য বলে মানে,

مِّن قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

এবং পরকালের ওপর সন্দেহমুক্ত

বিশ্বাস রাখে[৪]—

يُوقِنُونَ ۝

আলিফ লাম
মীম—এগুলো
আলাদা আলাদা
অক্ষর। নবি ﷺ
এ হরফগুলোর
কোনও সুনির্দিষ্ট
ব্যাখ্যা দেননি।

মুত্তাকী: পরিচয়
ও পুরস্কার
আয়াত ১-৫

অদৃশ্য-জগৎ,
কুরআন ও
সকল আসমানি
কিতাবের ওপর
ঈমান আনা,
নামাজ কায়েম
রাখা ও দান-
সদাকা করা

মুতাকীরাই
সফল
সফলতার সংজ্ঞা
জানতে দেখুন
৩:১৮৫

তারা নিজেদের রবের-কাছ-থেকে-আসা
পথ-নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারাই
সফল হতে চলেছে ॥৫॥

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

কাফির

আয়াত ৬-৭
সতর্ক করা
বা না-করা
কাফিরের জন্য
দুই-ই সমান
মিলিয়ে পড়ুন ২:১৭১,
৭:১৭৫-১৭৭

কুফরের শাস্তি
মিলিয়ে পড়ুন
৭:১৩০-১৩১, ১০:৩৩

যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে
দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এদেরকে তুমি সতর্ক করো
আর না করো—এদের জন্য দুটোই সমান: এরা
ঈমান আনবে না; ॥৬॥ (এদের অপরাধের শাস্তি
হিসেবে) আল্লাহ এদের হৃদয় ও শ্রবণশক্তির ওপর
মোহর মেরে দিয়েছেন, এদের চোখের ওপর পর্দা
পড়ে রয়েছে; এদের জন্য মহাশাস্তি আছে ॥৭॥

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

মুনাফিক:

পরিচয় ও

নমুনা

আয়াত ৮-১০

মুখে ঈমান,
অন্তরে কুফর
মিলিয়ে পড়ুন ৬:৩১-২

আর কিছু লোক বলে—‘আমরা আল্লাহ ও
পরকালের ওপর ঈমান এনেছি’, আসলে
এরা একেবারেই মুমিন নয়; ॥৮॥ এরা আল্লাহ ও
মুমিনদের সঙ্গে প্রতারণা করছে; বাস্তবে এরা
কেবল নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু বুঝতে
পারছে না ॥৯॥ এদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ
আছে, আর আল্লাহ এদের রোগ আরও বাড়িয়ে
দিয়েছেন। লাগাতার মিথ্যা বলার দরুন এদের
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে ॥১০॥

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمَ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا
وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

আল্লাহর
বিধান লঙ্ঘন
করে হলেও
শান্তিতে থাকা
মুনাফিকদের
কাছে শৃঙ্খলা
মিলিয়ে পড়ুন ৭:৮৫

যখন এদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহর বিধি-
নিষেধ লঙ্ঘন করার মাধ্যমে দুনিয়ায় শৃঙ্খলা
নষ্ট করো না’, এরা বলে, ‘আমরা তো শৃঙ্খলা
রক্ষা করছি কেবল!’ ॥১১॥ মনে রাখবে—এরাই
শৃঙ্খলা-নষ্টকারী; কিন্তু এদের সে-অনুভূতিই
নেই ॥১২॥ আর যখন এদেরকে বলা হয়, ‘(মুমিন)
লোকজন যেভাবে (এ-কুরআনকে) সত্য বলে
মেনে নিয়েছে, তোমরাও সেভাবে মেনে নাও’,
এরা বলে, ‘আমরা কি বোকাদের মতো মেনে
নেব নাকি?’ মনে রাখবে—এরাই বোকা, কিন্তু
এরা জানে না ॥১৩॥

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ ائْمِنُوا كَمَا اُتِيَ النَّاسُ قَالُوا
أَنُؤْمِنُ كَمَا اُتِيَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

মুমিনদের
চেয়ে
মুনাফিকরা
নিজেদেরকে
বেশি বিচক্ষণ
মনে করে!

ঈমান-আনা-লোকদের সঙ্গে দেখা হলে এরা
বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’, আর এদের
শয়তান-প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে নির্জনে দেখা
হলে বলে, ‘আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি,
(ওদের সঙ্গে) একটু তামাশা করছি কেবল!’ ॥১৪॥
আল্লাহ এদের তামাশার বদলা দেবেন—
এদেরকে এদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে উন্মত্তের মতো
বিচরণ করার সুযোগ দিয়ে রাখবেন ॥১৫॥

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا
إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

মুমিনদের
সামনে ঈমান
আর কাফির
নেতাদের
সামনে
কুফরের
ঘোষণা
মিলিয়ে পড়ুন
২:৭৬; ৬৩:৩
এদেরকে ছাড়
দেওয়া হচ্ছে
মিলিয়ে পড়ুন ৩:১৮৮

মুনাফিকরা
হিদায়াতের
বিনিময়ে
গোমরাহি কেনে

এরাই সঠিক পথ বিক্রি করে ভুল পথ কিনেছে; ফলে না এদের ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, আর না এরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে ॥১৬॥

কুরআনের
আলো এদের
উপকারে
আসে না
মিলিয়ে পড়ুন ৫৭:১২-১৩

এদের উপমা যেন: একব্যক্তি আগুন জ্বালাল, এরপর যখন তা তার চারপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ এদের আলো নিয়ে গিয়ে এদেরকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ফেলে রাখলেন, এরা আর (আলোর পথ) দেখতে পায় না ॥১৭॥ (কারণ, এরা ছিল কান থাকার পরও) বধির, (হৃদয় থাকা সত্ত্বেও) হৃদয়হীন, (চোখ থাকার পরও) অন্ধ। তাই এরা (আলোর পথে) ফিরতে পারবে না ॥১৮॥

কারণ
মিলিয়ে পড়ুন ৭:১৭৯

মুনাফিকরা
ইসলামের
বিধানকে
কঠিন ভেবে
ভীষণ আঁতকে
ওঠে
মিলিয়ে পড়ুন ৬৩:৪

অথবা (এদের উপমা) যেন: আকাশ-থেকে-নেমে-আসা মুশলধারে বৃষ্টি; সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক; মৃত্যুর ভয়ে বিকট বজ্রধ্বনি থেকে বাঁচার জন্য এরা নিজেদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আল্লাহ কাফিরদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন, ১৯ বিদ্যুৎচমক যেন ছোঁ মেরে এদের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাবে। এদের চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠলে এরা সেই আলোতে পথ চলে, আর চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে এরা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে এদের (ভেতরের অবস্থার মতো বাইরের) শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিও নিয়ে নিতে পারতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান ॥২০॥

ইবাদাত
শুধু আল্লাহর
পাওনা
আয়াত ২১-২২

কারণ

ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন—যাতে তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো ২১—যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী ও আকাশকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদের জীবিকার জন্য আকাশ থেকে পানি নামিয়ে তা দিয়ে ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং, জেনেবুঝে কাউকে আল্লাহর মতো (দাসত্ব-লাভের অধিকারী) বানায়ো না ২২

কুরআনের
প্রকৃতি
আয়াত ২৩-২৪
মানুষের
বানানো নয়,
সন্দেহ হলে
চ্যালেঞ্জ
মিলিয়ে পড়ুন ১০:৩৮,
১১:১৩, ১৭:৮৮

আমি আমার গোলাম (মুহাম্মাদ ﷺ)-এর ওপর যা নাযিল করেছি, সে-ব্যাপারে তোমাদের কোনও সন্দেহ থাকলে এ-ধরনের একটা সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব সহযোগী আছে, তাদের সহযোগিতা চাও, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়ে থাকে ২৩

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِّحَتْ بُعَاجَرُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

কুরআন
না-মানার
পরিণতিমুমিনের
পুরস্কার
আয়াত ২৫বেহেশতের
নিয়ামাত
অফুরন্ত
মিলিয়ে পছন্দ
৫৫:৪৬-৫৮কুরআন
প্রত্যখ্যানের
পরিণতি:
সঠিক পথ
থেকে বিচ্যুতি
আয়াত ২৬-২৭আল্লাহর-
দেওয়া
উদাহরণের
ব্যাপারে
ইহুদিদের
অবস্থাচুক্তিনামা
জানতে দেখুন ৭:১৭২মানুষের জন্য
আল্লাহর
অবাধ্য হওয়া
বড় বেমানান
আয়াত ২৮-২৯

আর যদি না পারো—অবশ্য কখনও পারবেও না—
তা হলে সেই আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও,
যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা
হয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর বাণী
প্রত্যখ্যান করে ॥২৪॥

যারা ঈমান আনে আর ভালো কাজগুলো করে,
তাদেরকে সুসংবাদ দাও: তাদের জন্য আছে
জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলে।
জীবিকা হিসেবে সেখানকার কোনও ফল
তাদেরকে দেওয়া হলে তারা বলে উঠবে, ‘এ
তো সেই জীবিকা, যা আমাদেরকে আগেও
দেওয়া হয়েছিল!’ তাদেরকে জীবিকা দেওয়া হবে
(দুনিয়ার জীবিকার সঙ্গে বাহ্যিক) সাদৃশ্য রেখে।
সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিচ্ছন্ন জোড়া।
সেখানে তারা থাকবে চিরকাল ॥২৫॥

মাছি বা এর চেয়েও তুচ্ছ কোনোকিছুর উদাহরণ
দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। যারা
(কুরআনকে) সত্য বলে মানে, তারা ভালোভাবে
জানে—এটা তাদের রবের কাছ-থেকে-আসা
সত্য; আর যারা (এই কুরআন) প্রত্যখ্যান
করে, তারা বলে—‘এ-উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী
বোঝাতে চাইলেন?’ এর মাধ্যমে তিনি অনেককে
বিপথগামী হতে দেন, আবার এর মাধ্যমে তিনি
অনেককে পথ দেখান; তবে এর মাধ্যমে কেবল
সেসব লোককে বিপথগামী হতে দেন—যারা
আনুগত্য ছেড়ে অবাধ্যতার দিকে ছোটো, ২৬ যারা
আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তাঁর চুক্তিনামা
লঙ্ঘন করে, আল্লাহ যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ
দিয়েছেন তা বিচ্ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে শৃঙ্খলা
নষ্ট করে; এ-প্রকৃতির লোকেরাই ক্ষতির সম্মুখীন
হবে ॥২৭॥

(ও মানুষ), তোমরা কীভাবে আল্লাহর অবাধ্য হও,
অথচ তোমরা ছিলে মৃত, এরপর তিনি তোমাদেরকে
জীবিত করেছেন, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন,
তারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন, এরপর তাঁর
কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে? ২৮
তিনিই তো তোমাদের জন্য দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি
করেছেন, আর মহাকাশের দিকে মনোনিবেশ করে
একে সাতটি আকাশে সুবিন্যস্ত করেছেন; তিনি
সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী ॥২৯॥

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا
مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا
بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

মানুষ-সৃষ্টির

শুরুর কথা

আয়াত ৩০-৩৯

মানুষকে
আল্লাহর
প্রতিনিধি
নিযুক্তির
ঘোষণা ও
ফেরেশতাদের
মন্তব্যফেরেশতাদের
পরীক্ষা ও
অপরাগতাআল্লাহর
হুকুম পালনে
শয়তানের
অস্বীকৃতিআল্লাহর
আদেশশয়তানের
প্ররোচনায়
মানুষের
বিচ্যুতি

পরিণতি

তাওবা কবুল
তাওবার শপথস্বপ্নের
জনা দেখুন ৭:২৩

স্মরণ করো সে-সময়ের কথা—যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, “আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করব।” তারা বলল, “আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে (আপনার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে) সেখানে শৃঙ্খলা-হানি ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি!” তিনি বললেন, “তোমরা যা জানো না, আমি তা জানি।” [৩০] তিনি আদমকে সব(কিছুর) নাম শেখালেন, এরপর ফেরেশতাদের সামনে সেসব পেশ করে বললেন, “তোমাদের দাবি সঠিক হলে আমাকে এগুলোর নাম বলো।” [৩১] তারা বলল, “আপনি পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনও জ্ঞান নেই। আপনিই মহাজ্ঞানী, বিচক্ষণ।” [৩২] তিনি বললেন, “আদম, তুমি তাদেরকে এগুলোর নাম জানিয়ে দাও।” (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম জানানোর পর তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে বলিনি—মহাকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য সবকিছু আমি জানি, এবং তোমরা যা প্রকাশ করো আর যা গোপন রাখো, তা সবই আমি জানি?” [৩৩]

যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, “আদমের সামনে নত হও”, তখন তারা নত হলো, বাদ থাকল কেবল ইবলিস: সে (নত হতে) অস্বীকৃতি জানাল, অহংকার করল আর অবাধ্যদের দলে शामिल হলো। [৩৪]

আমি বললাম, “আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী এই বাগানে থাকো, আর এ(-বাগানে)র যেখান থেকে মন চায় স্বচ্ছন্দে খাও; তবে এই গাছের কাছে যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের দলে शामिल হবে।” [৩৫] শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে বিচ্যুত করল: তারা যে-অবস্থায় ছিল, তা থেকে তাদেরকে বের করে দিলো। আমি বললাম, “নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু! দুনিয়ায় তোমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান ও জীবন-ধারণের ব্যবস্থা থাকবে।” [৩৬]

এরপর আদম তার রবের কাছ থেকে (অনুশোচনা প্রকাশের) কিছু কথা শিখে নিল, তারপর তিনি তার অনুশোচনা কবুল করলেন; তিনি অনুশোচনা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। [৩৭]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَأْدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

وَقُلْنَا يَأْدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

বিশেষ বার্তা
নিয়ে দুনিয়ায়
মানুষের
অবতরণ
মিলিয়ে পড়ুন ২০:১২০

আমি বললাম, “এখান থেকে সবাই নেমে যাও! আমার পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশনা তোমাদের কাছে এলে যারা আমার নির্দেশনা মেনে চলবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না, দুশ্চিন্তাও করতে হবে না; [৩৮] আর যারা আমার বিধান প্রত্যাখ্যান করবে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে, তারা হবে জাহান্নামি, সেখানে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে।” [৩৯]

বনী ইসরাঈলের
কর্মকাণ্ড
পর্যালোচনা
আয়াত ৪০-১২০

ওয়াদা পূরণে
অবহেলা
মিলিয়ে পড়ুন ৩:৭৭

‘পণ্ডিতরা’
আল্লাহর বিধান
বিকৃত করে

ও ইসরাঈলের বংশধরেরা, তোমরা আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের (পূর্ব-পুরুষদের) ওপর করেছিলাম, আমার-সঙ্গে-করা ওয়াদা পূরণ করো—তা হলে তোমাদেরকে-দেওয়া ওয়াদা আমি পূরণ করব—একমাত্র আমাকে ভয় করো, [৪০] তোমাদের সঙ্গে-থাকা (আসমানি কিতাবের) শিক্ষাগুলো সমর্থন করে যা নাযিল করেছি তা মেনে নাও—প্রথমেই এর অবাধ্য হয়ে বসো না—আমার বিধানগুলো সম্ভায় বেচে দিয়ো না, একমাত্র আমার পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও, [৪১] সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না, জেনেবুঝে সত্যকে গোপন করো না, [৪২] নামাজ কায়েম রাখো, যাকাত দাও, আর আমার-সামনে-আত্মসমর্পণকারী লোকদের সঙ্গে তোমরাও আত্মসমর্পণ করো! [৪৩]

নিজের
সংশোধন নিয়ে
তালবাহানা

তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আসমানি কিতাব পাঠ করো! তোমরা কি বিবেক খাটাবে না? [৪৪] (আমার বিধি-নিষেধের আনুগত্যে অটল থাকতে হলে) ধৈর্য ও নামাজের সাহায্য নাও; অবশ্য এটা খুব কঠিন, তবে তাদের জন্য কঠিন নয়—যারা বিনয়ী, [৪৫] যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, তাদের-রবের-সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হবে আর তাঁর কাছেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। [৪৬]

ইয়াকুব
ﷺ-এর আরেক
নাম ইসরাঈল

পরকালের
ভয়াবহতা

ও ইসরাঈলের বংশধরেরা, তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের ওপর করেছিলাম—আমিই তোমাদেরকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম; [৪৭] ওই দিনের পাকড়াও থেকে বাঁচার চেষ্টা করো—যেদিন কেউ কাউকে কোনও প্রতিদান দিতে পারবে না, কারও সুপারিশ কবুল করা হবে না, কারও কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, তাদেরকে কোনও সাহায্যও করা হবে না। [৪৮]

فُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَأْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ ﴿٤٣﴾

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاو رَّبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

ফিরআউনি
অত্যাচার

(ও ইসরাঈলের বংশধরেরা,) স্মরণ করো—আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের অনুসারীদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি। তারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত—তোমাদের ছেলেদেরকে গণহারে হত্যা করে নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইত! আর এ(মুক্তি)তে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক বিশাল অনুগ্রহ। [৪৯]

সমুদ্র ভাগ
করে বনী
ইসরাঈলের
মুক্তি

স্মরণ করো—আমি সমুদ্র ভাগ করে তোমাদেরকে বাঁচিয়েছি আর তোমাদের চোখের সামনে ফিরআউনের দলবলকে ডুবিয়ে দিয়েছি; [৫০]

মুসা ﷺ-এর
অনুপস্থিতিতে
বাহুর-পূজা
বাহুর-পূজার প্রতি
আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কে
জানতে দেখুন
৭:১৩৮-১৪০

স্মরণ করো—আমার সঙ্গে মুসার কথা হলো (তুর পাহাড়ে) চল্লিশ রাত অবস্থান করার ব্যাপারে। তারপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে বাহুর-পূজা শুরু করলে! [৫১] ওই ঘটনার পরও তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। [৫২]

ঠিক-বেঠিকের
মাপকাঠি:
আল্লাহর
কিতাব

স্মরণ করো—আমি মুসাকে আসমানি কিতাব তথা সত্য-মিথ্যা পৃথক করার মানদণ্ড দিয়েছি, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পারো; [৫৩]

বাহুর-পূজার
শাস্তি ঘোষণা

স্মরণ করো—মুসা তার জাতির উদ্দেশে বলল, “ও আমার জাতি, তোমরা বাহুর-পূজা করে নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, এখন অনুশোচনা করে তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে আসো আর নিজেদেরকে হত্যা করো! তোমাদের স্রষ্টার বিচারে তোমাদের জন্য এটাই সর্বোত্তম (ফায়সালা)।” এরপর তিনি তোমাদের অনুশোচনা কবুল করলেন; তিনিই অনুশোচনা-কবুলকারী, পরম দয়ালু। [৫৪]

আল্লাহকে
স্বচ্ছন্দে দেখার
ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি
অবাদ্যদের
মিলিয়ে পড়ুন ৭:১৫৫

স্মরণ করো—তোমরা বলেছিলে, ‘মুসা, আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখার আগ-পর্যন্ত আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব না’, তখন তোমাদের চোখের সামনেই তোমাদেরকে বজ্রধ্বনি পাকড়াও করল! [৫৫] এরপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জাগিয়ে তুললাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও; [৫৬] মেঘমালা দিয়ে তোমাদেরকে ছায়া দিলাম; তোমাদের কাছে সুমিষ্ট পানীয় ও পাখি পাঠালাম, (আর বললাম,) “তোমাদেরকে যে পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল খাবার দিয়েছি, সেখান থেকে খাও!” এরা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ডেকে এনেছিল। [৫৭]

পরিচ্ছন্ন ও
রুচিশীল
খাবার: মালা
ও সালওয়া

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ ۚ وَفِي ذَلِكَ لَعَلَّكَ مِنَ رَبِّكَ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكَ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ۖ كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

জেরুজালেমে
প্রবেশের
নির্দেশ
ও তাদের
প্রতিক্রিয়া
মিলিয়ে পড়ুন
৭:১৬১-১৬২

অবাধ্যতার ফল
আসমানি গযব

তীহ প্রান্তরে
পাথর থেকে
ঝরনা প্রবাহ

কল্যাণের
চিন্তা
বাদ দিয়ে
সহজলভ্য
জিনিসের
আবদার

পরিণতি
মিলিয়ে পড়ুন ৩:১১২

(ও ইসরাঈলের বংশধরেরা,) স্মরণ করো—আমি বলেছিলাম, “এই জনপদে ঢুকে যেখান থেকে মন চায় স্বচ্ছন্দে খাবার খাও, মাথা নত করে সদর দরজা দিয়ে ঢোকো আর বলো, ‘আমাদের পাপের বোঝা দূর করে দাও’, তা হলে তোমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দেবো আর সুন্দরভাবে নির্দেশ পালনকারীদেরকে বাড়তি (পুরস্কার) দেবো”, [৫৮] তখন, তাদেরকে যা বলতে বলা হয়েছিল, তা বাদ দিয়ে জালিমরা অন্য কথা বলল। ফলে আমার নির্দেশের আনুগত্য থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে যাওয়ার দরুন আমি জালিমদের ওপর আসমান থেকে শাস্তি নাযিল করলাম। [৫৯]

স্মরণ করো—মুসা তার লোকদের জন্য পানি চাইলে আমি বললাম, “তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো”, আর অমনি সেখান থেকে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো! (বারোটি গোত্রের) সকলেই নিজ নিজ পানি পান করার জায়গা সম্পর্কে জেনে নিল। “আল্লাহর-দেওয়া জীবিকা খাও আর পান করো, তবে (আল্লাহর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার মাধ্যমে) দুনিয়ায় শৃঙ্খলা নষ্ট করো না!” [৬০]

স্মরণ করো—তোমরা বললে, ‘মুসা, আমরা কিছুতেই এক খাবারের ওপর সবার করব না। আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিন-থেকে-উৎপন্ন হয় এমন জিনিস—যেমন শাকসবজি, শসা, রসুন, মসুরি ডাল, পেঁয়াজ—এর ব্যবস্থা করে দেন।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা কি কল্যাণময় জিনিস ছেড়ে দিয়ে সস্তা ও সহজলভ্য জিনিস নিতে চাচ্ছে? (এখান থেকে) নেমে যে-কোনও বড়ো শহরে যাও, সেখানে তোমাদের কাক্ষিত জিনিস পেয়ে যাবে।’ এরপর তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হলো। তারা আল্লাহর ক্রোধ নিজেদের কাঁধে তুলে নিল, কারণ তারা আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান ও অন্যায়ভাবে নবিদেরকে হত্যা করে যাচ্ছিল; এটা ছিল তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ফল। [৬১]

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْطِلُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بَعِيرَ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

ঈমানের
দাবিতে অটল
থাকলে,
পুরস্কার জমা
থাকবে
মিলিয়ে পড়ুন ৫:৬৯

ঈমানের
পরিধি
জানতে পেশুন ২:১৩৬

আল্লাহর সঙ্গে
ওয়াদা, পরে
সেই ওয়াদা
থেকে পিঠটান

শনিবারের
বিধান-
লঙ্ঘনকারীদের
বানর হয়ে
যাওয়ার নির্দেশ
মিলিয়ে পড়ুন
৭:১৬৩-১৬৬

গরু কুরবানির
নির্দেশ, আর
ইসরাঈলের
বংশধরদের
একের-পর-এক
অনর্থক প্রশ্ন

যারা (এই কুরআনের ওপর) ঈমান আনার দাবি করেছে, যারা ইহুদি নামধারণ করেছে, যারা নাসারা, আর যারা সাবিই—(তাদের মধ্যে) যে-ই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে (আল্লাহর নির্দেশিত) ভালো কাজ করেছে, তাদের রবের কাছে তাদের প্রতিদান জমা আছে; তাদের কোনও ভয় নেই, তাদেরকে কোনও দৃষ্টিভ্রান্তিও করতে হবে না ॥৬২॥

(ও ইসরাঈলের বংশধরেরা,) স্মরণ করো—আমি তোমাদের কাছ থেকে মজবুত ওয়াদা নিলাম এবং তোমাদের ওপর পাহাড় তুলে ধরলাম, “তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা শক্ত করে ধরো আর এতে যা আছে তা স্মরণ রেখো, যাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো।” ॥৬৩॥ তার পর তোমরা (সেই ওয়াদা থেকে) সরে গেলে! তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যেতে ॥৬৪॥

তোমাদের মধ্যে কারা কারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তা তোমরা ভালোভাবেই জানো। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, “ঘৃণ্য বানর হয়ে যাও!” ॥৬৫॥ এভাবে আমি তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছি—তাদের সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত, আর যারা আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য একটি উপদেশ ॥৬৬॥

স্মরণ করো—মুসা তার জাতিকে বললেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভি জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন।’ তারা বলল, ‘আমাদের সঙ্গে মশকরা করছেন?’ তিনি বললেন, ‘মুখদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!’ ॥৬৭॥ তারা বলল, ‘আমাদের পক্ষ থেকে আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলেন—গাভিটা কী ধরনের?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ বলছেন—এটা এমন এক গাভি, যা বৃদ্ধাও নয়, কুমারী বাছুরও নয়, বরং এর মাঝামাঝি। সুতরাং তোমাদেরকে যা আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তা কার্যকর করো!’ ॥৬৮॥ তারা বলল, ‘আমাদের পক্ষ থেকে আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলেন—এর রং কী।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ বলছেন—এটা কড়া হলুদ রঙের একটি গাভি, যা দেখলেই দর্শনাধীদের মন ভরে যায়!’ ॥৬৯॥

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

ইহুদিদের
অনর্থক
প্রশ্নের ফলে
শর্তও কঠিন
হতে লাগল

তারা বলল, ‘আমাদের পক্ষ থেকে আপনার রবকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলেন—এর বৈশিষ্ট্য কী। সব গাভিই তো আমাদের কাছে এক রকম মনে হয়! আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই (এর) সন্ধান পাব।’ [৭০] তিনি বললেন, ‘আল্লাহ বলছেন—এটা এমন এক গাভি, যা জমি চাষাবাদের প্রশিক্ষণ পায়নি, ফসলের খেতে পানি দেয়নি, যার মধ্যে কোনও ক্রটি নেই, অন্য কোনও রঙের দাগও নেই।’ তারা বলল, ‘এতক্ষণে সঠিক (বিবরণ) নিয়ে এসেছেন!’ অবশেষে তারা জবাই করল, অবশ্য (অনর্থক প্রশ্ন করে বিষয়টিকে এত কঠিন করে ফেলেছিল যে,) তারা তা না করার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। [৭১]

পরিশেষে
তারা বিধান
পালন না করার
পর্যায়ে চলে
গিয়েছিল

হত্যাকাণ্ডের
ব্যাপারে
ইহুদিদের
পরস্পরের
দোষারোপ

(ও ইসরাঈলের বংশধরেরা,) স্মরণ করো—তোমরা একজনকে হত্যা করার পর তার দায় পরস্পরের ওপর চাপাচ্ছিলে। তোমরা যা লুকাচ্ছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছিলেন! [৭২] আমি বললাম, “এর কিছু অংশ দিয়ে একে আঘাত করো!” আল্লাহ এভাবেই মৃতকে জীবিত করবেন আর তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন, যাতে তোমরা বিবেক খাটাতে পারো। [৭৩]

জবাই-করা
গাভির অংশ
দিয়ে আঘাত

তবুও তাদের
অস্তর পাথরের
চেয়ে কঠিন

এতকিছুর পরও তোমাদের অস্তর কঠিন হয়ে গেল, ঠিক যেন পাথর, বরং আরও কঠিন! কিছু পাথর থেকে তো নদনদী প্রবাহিত হয়; কিছু তো এমন, যা ফেটে গেলে তা থেকে পানি বের হয়; আর কিছু আছে এমন, যা আল্লাহর আদেশ মেনে ওপর থেকে পড়ে যায়! তোমরা যা করছো, সে-সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন। [৭৪]

ইহুদিদের
স্বভাব:
মনগড়া বিকৃত
ব্যাখ্যা-করা

(ও মুমিনেরা,) তোমরা কি আশা করছো, (ইহুদিদের) ওরা তোমাদের (কুরআনকে) সত্য বলে মানবে? অথচ ওদের একদল আল্লাহর বাণী শুনত, এরপর তা অনুধাবন করার পর জেনেবুঝে তা বিকৃত করে ফেলত! [৭৫]

ইহুদিদের
ঈমানী আচরণ
দেখুন ২:১৪, ৬৩:৩

ঈমানদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ওরা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি!’ আর নিজেরা নির্জনে গেলে বলে, ‘তোমরা কি এদেরকে সেসব বিষয় জানিয়ে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? তা হলে তো এরা এর ভিত্তিতে তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রবের কাছে নালিশ দায়ের করবে! তোমরা কি বুদ্ধি খাটাও না?’ [৭৬]

মুহাম্মাদ
ﷺ-এর
নুরুওয়াত
টেকে রাখতে
তাদের ষড়যন্ত্র

قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى
الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا
الْأُنثَىٰ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ
مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ
بِبَعْضِهَا ۚ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ
وَيُرِيكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ
مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا
فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ
رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

ইহুদিদের
কর্মকাণ্ডের
অসারতা

আচ্ছা, তারা কি জানে না—তারা যা গোপন
রাখে আর যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা সব
জানেন? [৭৭]

মূর্খরা বানোয়াট
কথাকে
আসমানিকিতাব
মনে করে

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে—যাদের সঙ্গে
লেখাপড়ার কোনও সম্পর্ক নেই, এরা আসমানি
কিতাবের কিছুই জানে না, জানে কেবল
বানোয়াট ও মুখরোচক কিসসা-কাহিনি,
আন্দাজ-অনুমানই এদের একমাত্র ভরসা। [৭৮]
ধ্বংস তাদের জন্য—যারা নিজ হাতে আসমানি
কিতাব লিখে বলে, ‘এটি আল্লাহর কাছ থেকে
এসেছে!’ এর মাধ্যমে তারা সামান্য কিছু
উপার্জন করতে চায়! তাদের হাত যা লিখেছে,
তার জন্য ধ্বংস তাদের! তারা যা কামাই করছে,
তার জন্য ধ্বংস তাদের! [৭৯]

আর শিক্ষিতরা
নিজেদের
লেখাকে
আসমানি
কিতাব বলে
চালিয়ে দেয়

পরকাল সম্পর্কে
ইহুদিদের
আজগুবি ধারণা

তারা বলে, ‘আমাদেরকে কখনও (জাহান্নামের)
আগুন স্পর্শ করবে না, তবে অল্প কয়েক দিনের
বিষয়টি আলাদা!’ বলা, “তোমরা কি আল্লাহর
কাছ থেকে কোনও ওয়াদা পেয়েছ? তা হলে তো
আল্লাহ কখনোই তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না।
নাকি, তোমরা যা জানো না, তা-ই আল্লাহর নামে
বলে বেড়াচ্ছ?” [৮০] আসলে যে-ব্যক্তি (আল্লাহর-
নিষেধ-করা) মন্দ কাজ করে এবং যার গোনাহ
তাকে ঘেরাও করে ফেলে, তারা হবে জাহান্নামি,
সেখানে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে; [৮১]
আর যারা (এ-কুরআনকে) সত্য বলে মানে এবং
ভালো কাজগুলো করে, তারা হবে জান্নাতি,
সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [৮২]

জান্নাতি ও
জাহান্নামি
হওয়ার প্রকৃত
মানদণ্ড

বনী ইসরাঈলের
কাছ থেকে
নেওয়া কিছু
অঙ্গীকার

স্মরণ করো—আমি ইসরাঈলের বংশধরদের
কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলাম:
“তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও গোলামি
করবে না; পিতামাতা, নিকট-আত্মীয়, এতিম
ও অসচ্ছলদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে;
মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলবে; নামাজ
কায়েম রাখবে এবং যাকাত দেবে!” এরপর
তোমাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক বাদে অন্যরা
অনীহাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল! [৮৩]

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا
يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ
يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ
مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ
سَيِّئَةً وَآخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

স্মরণ করো—তোমাদের কাছ থেকে এ-মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: “তোমরা নিজেদের রক্তপাত ঘটাবে না আর নিজেদের দেশ থেকে নিজেদেরকে বহিস্কার করবে না!” এরপর তোমরা তা মেনে নিলে, যার সাক্ষী তোমরা নিজেরাই। [৮৪] এরপর তোমরাই নিজেদেরকে হত্যা করছো; তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছ; তাদের বিরুদ্ধে গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করছো; আর তারা তোমাদের কাছে বন্দি হয়ে এলে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করছো— অথচ তাদেরকে বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ! তা হলে কি তোমরা আসমানি কিতাবের কিছু অংশ মানো, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের মধ্যে যারা এ কাজ করে, দুনিয়ার জীবনে অপমানই এদের প্রতিদান; আর কিয়ামাতের দিন এদেরকে পাঠানো হবে আরও কঠিন শাস্তির দিকে। তোমরা যা করছো, সে-সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন। [৮৫] তারা তো সেসব লোক, যারা পরকাল বিক্রি করে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। ফলে তাদের শাস্তি কমানো হবে না, তারা কোনও সাহায্যও পাবে না। [৮৬]

আমি মুসাকে (তাওরাত) কিতাব দিয়েছিলাম, তার পরে পাঠিয়েছিলাম একের-পর-এক রাসূল; মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিছু প্রমাণ, আর তাকে শক্তি জুগিয়েছিলাম পবিত্র আত্মা (জিবরীলকে) দিয়ে। তারপরও কি এমনটি হয়নি—তোমাদের-পছন্দ-নয় এমন-কিছু নিয়ে যখনই কোনও রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন, তখনই তোমরা (রাসূলের অনুসরণ করতে) অহংকার দেখিয়েছ, একদলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছ আর আরেকদলকে হত্যা করেছ? [৮৭]

তারা বলে, ‘আমাদের বুক জ্ঞানের ভান্ডার!’ না, তা নয়, বরং তাদের অবাধ্যতার দরুন আল্লাহ তাদেরকে করুণা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন; ফলে তারা (সকল আসমানি কিতাব ও সকল নবি-রাসূলকে বাদ দিয়ে) কেবল অল্প কিছু ওপর ঈমান রাখে। [৮৮]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْقُقُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

অবাধ্য
ইহুদিদের
কর্মকাণ্ড

কিতাবের কিছু
অংশ মানা,
আর কিছু অংশ
প্রত্যাখ্যান করা

পরিণাম

সুস্পষ্ট কিছু
প্রমাণ
জানতে
দেখুন ৩:৪৬-৪৯

ইহুদিরা অনেক
রাসূলকে হত্যা
পর্যন্ত করেছে

ইহুদিদের
জ্ঞানের মিথ্যা
অহমিকা
মিলিয়ে পড়ুন
৪:১৩৫; ৪১:৫

ইহুদিদের
কুরআন
অস্বীকারপ্রধান কারণ
হিংসা

পরিণাম

আসমানি
কিতাব
অনুসরণের
নামে ইহুদিদের
গোত্রপূজাবাছুর-পূজার
ইতিবৃত্ত
জানতে দেখুন
২০:৮৭-৮৯বেয়াদবি ও
চরম অবাধ্যতাশাস্তি: শিকের
আকর্ষণ অন্তরে
গেঁথে যাওয়া

যখন তাদের-সঙ্গে-থাকা (আসমানি কিতাবের অবশিষ্ট) অংশকে সত্য বলে ঘোষণা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব তাদের কাছে এল, (সেটা তাদের কাছে অপরিচিত মনে হলো); অথচ এর আগে তারা (এর ভিত্তিতে) কাফিরদের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয় কামনা করত! এরপর যখন তাদের কাছে এমন-কিছু এল, যা তাদের কাছে সুপরিচিত, তখন তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান-কারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! [৮৯] আল্লাহ তাঁর গোলামদের মধ্যে যাকে চান, তার ওপর নিজের অনুগ্রহ নাযিল করেন—এ নিয়মের প্রতি হিংসাবশত তারা আল্লাহর নাযিল-করা বার্তা (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করছে, এ কাজের জন্য তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, কত নিকৃষ্ট এ বেচাকেনা! এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ওপর একের-পর-এক (আল্লাহর) ক্রোধ ডেকে এনেছে। আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি আছে। [৯০]

যখন তাদেরকে বলা হয়, “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেটিকে সত্য হিসেবে মেনে নাও”, তারা বলে, ‘আমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে, আমরা (কেবল) সেটাকে সত্য হিসেবে মানি।’ এর বাইরে যা আছে, তা তারা প্রত্যাখ্যান করে; অথচ এ-(কিতাব) সত্য, এটি তাদের-সঙ্গে-থাকা (আসমানি কিতাবের অবশিষ্ট) অংশকে সত্য বলে ঘোষণা করে! বলো, ‘তোমরা যদি (তোমাদের আসমানি কিতাবকে) সত্য বলে মানতেই, তা হলে এর আগে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করলে কেন?’ [৯১] মুসা তো তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। এরপরও তার অনুপস্থিতিতে তোমরা অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে বাছুর-পূজা শুরু করেছিলে! [৯২]

স্মরণ করো—যখন তোমাদের কাছ থেকে অস্বীকার নিয়ে তোমাদের ওপর পাহাড় তুলে ধরেছিলাম, (আর বলেছিলাম) “তোমাদেরকে যা দিলাম, তা শক্ত করে ধরো আর শোনো।” তারা বলল, ‘আমরা শুনলাম, কিন্তু মানলাম না!’ তাদের অবাধ্যতার দরুন বাছুর-পূজার প্রতি আকর্ষণ তাদের অন্তরের গহিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। বলে দাও, “তোমরা ঈমানদার হলে তোমাদের ঈমান যে-কাজের আদেশ দেয়, তা তো খুবই নিকৃষ্ট!” [৯৩]

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنَ فَوْضِلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أُمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْمِنُوا بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

একদিকে
পরকালীন
নাজাত নিশ্চিত
বলে দাবি,
অপরদিকে
দুনিয়ার প্রতি
সাংঘাতিক
লোভী

বলে দাও, “আল্লাহর কাছে পরকালের আবাস যদি সব মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা হলে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমাদের (খাস বান্দা হওয়ার) দাবি সত্য হয়!” [৯৪] অবশ্য তারা তাদের অতীত কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে কখনও মৃত্যু কামনা (করার সাহস) করবে না; আল্লাহ অন্যায়কারীদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন! [৯৫] তুমি দেখবে—বৈঁচে থাকার ব্যাপারে তারা সবচেয়ে লোভী, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও; তাদের প্রত্যেকে চায়—তাকে যদি হাজার বছর বৈঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হতো! দীর্ঘ হায়াতও তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। তারা যা করছে, তার ওপর আল্লাহ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছেন। [৯৬]

ইহুদিরা
জিবরীল
ﷺ-কে শত্রু
ভাবে

বলে দাও, “যে জিবরীলের শত্রু, (তার শত্রুতার আসল কারণ হলো—) সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার অন্তরে এ(কুরআন)-কে নাযিল করেছে, যা এর আগের আসমানি কিতাবের শিক্ষাকে সত্যায়ন করে, বিশ্বাসীদেরকে পথ দেখায় আর সুসংবাদ দেয়। [৯৭] যে-ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, রাসূল, জিবরীল ও মীকালের শত্রু (সে জেনে নিক)—আল্লাহও তাঁর বাণী প্রত্যাখ্যান-কারীদের শত্রু।” [৯৮]

আল্লাহর
কিতাব তালাই
প্রত্যাখ্যান
করে, যারা
অবাধ্যতার
পথে চলতে
উদগ্রীব

আমি তোমার কাছে স্পষ্ট বার্তা নাযিল করেছি। যারা আনুগত্য ছেড়ে অবাধ্যতার পথে চলতে আগ্রহী, কেবল তালাই এসব বার্তা প্রত্যাখ্যান করে। [৯৯] বিষয়টি কি এমন নয়—যখনই তারা কোনও ওয়াদা করেছে, তাদের একদল সেটা ছুড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই আল্লাহর পয়গামকে সত্য মনে করে না। [১০০] এরপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল তাদের কাছে এসে তাদের-সঙ্গে-থাকা (আসমানি কিতাবের) শিক্ষাকে সত্যায়ন করলেন—তখন আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের একটি দল আল্লাহর কিতাব নিজেদের পেছনে এমনভাবে ছুড়ে ফেলল, যেন তারা কিছুই জানে না! [১০১]

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْكَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْكِتَابَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

ইহুদিদের
জাদুবিদ্যা চর্চাজাদু শিক্ষক
হারুত-মারুতউদ্দেশ্য:
মানুষকে
পরীক্ষাজাদুর মাধ্যমে
স্বামী-স্ত্রীর
সম্পর্কে ফাটল

সুলাইমানের রাজত্বকালে এরা (আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে) সেগুলোর পেছনে ছুটেছে—যেগুলো শয়তান-প্রকৃতির-লোকেরা অনুসরণ করত আর যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতার ওপর নাযিল হয়েছিল। সুলাইমান আল্লাহর অবাধ্য হয়নি, বরং সেসব শয়তানই আল্লাহর অবাধ্য হয়ে লোকদেরকে জাদু শেখাত। সেই দুই ফেরেশতা কাউকে কিছু শেখাত না, যতক্ষণ-না তারা বলে নিত, ‘আমরা পরীক্ষার মাধ্যম মাত্র, সুতরাং তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না!’ লোকজন তাদের কাছ থেকে এমন-কিছু শিখত, যা দিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙন ধরাত; অবশ্য আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া এর মাধ্যমে কারও ক্ষতি করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তারা এমন-কিছু শিখত, যা তাদের ক্ষতি ডেকে আনত, কোনও উপকারে আসত না। অথচ তারা ভালোভাবেই জানত—যে-ব্যক্তি (আসমানি কিতাবের শিক্ষার বদলে) এগুলো বেছে নেবে, পরকালের কল্যাণে তার কোনও অংশ থাকবে না! কী নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিলো, যদি তারা জানত! [১০২] তারা যদি আল্লাহর বাণীকে সত্য বলে মানত আর তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখত, তা হলে আল্লাহর কাছে কল্যাণময় প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত! [১০৩]

ভালো ও
খারাপ উভয়
অর্থের সম্ভাবনা
আছে এমন
শব্দ এড়িয়ে
চলার উপদেশ
মিলিয়ে পড়ুন ৫৮:৮

যারা ঈমান এনেছে, তোমরা ‘র-ঈনা’ বলবে না, বরং ‘উনযুরনা’ বলবে, আর (রাসূলের কথা) মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যারা কুফরে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। [১০৪]

কাফিররা
কখনও
মুমিনদের
কল্যাণ চায় না

আগের আসমানি কিতাবের অনুসারী ও মুশরিক—এদের মধ্যে যারা (এই কুরআন) প্রত্যাখ্যান করেছে, এদের কেউ-ই মন থেকে চায় না—তোমাদের রবের কাছ থেকে কল্যাণময় কোনো কিছু তোমাদের ওপর নাযিল হোক। অবশ্য আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাঁর করুণার জন্য বেছে নেন; আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহের অধিকারী [১০৫]

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ
سَّلِيمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ
الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ
السَّحَرُ ۚ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَنِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفْرِقُونَهُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ
وَلَيْتَسَّ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَمْنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ
لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

অনুবাদের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি মানবজাতিকে নানাবিধ অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন^[১] এবং একে সুরক্ষিত রাখার ওয়াদা দিয়েছেন।^[২] শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন পড়ে শোনানো, শেখানো ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।^[৩] শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবি ও তাঁদের অনুসারীদের ওপর।

কুরআন মানবজাতির পথপ্রদর্শক

আদম ﷺ-কে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

“আমি বললাম, ‘এখান থেকে সবাই নেমে যাও! আমার পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশনা তোমাদের কাছে এলে যারা আমার নির্দেশনা মেনে চলবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না, দুশ্চিন্তাও করতে হবে না; আর যারা আমার বিধান প্রত্যখ্যান করবে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে, তারা হবে জাহান্নামি, সেখানে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে।’”^[৪]

এ-নির্দেশনার অংশ হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গাম দিয়ে যুগে যুগে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন আসমানি কিতাব। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে, আর নাযিল করা হয়েছে চূড়ান্ত পয়গাম কুরআন মাজীদ। আগের নবি-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল সুনির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জন্য, কিন্তু সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“বলো—ও মানুষ, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর বার্তা-বাহক।”^[৫]

কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবি ভাষায়, কারণ সর্বপ্রথম যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের ভাষা ছিল আরবি। কিন্তু এর পয়গাম সর্বজনীন—সকল যুগের, সকল এলাকার মানুষের জন্য। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত; এ হিদায়াত মেনে চলার পুরস্কার জাহ্নাত, লঙ্ঘন করার পরিণাম জাহান্নাম। তবে, সমগ্র মানবজাতির ভাষা এক নয়; ভাষার এ বৈচিত্র্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন।^[৬] অনারব লোকদের জন্য কুরআন বোঝা ও তা থেকে সরাসরি উপদেশ নেওয়ার উপায় দুটি: (১) কুরআন নাযিলের সময়কার আরবি ভাষা ভালোভাবে শিখে

[১] দেখুন: সূরা ইবরাহীম ১৪:১, সূরা হাদীদ ৫৭:৯; সূরা তালাক ৬৫:১১।

[২] দেখুন: সূরা হিজর ১৫:৯; হা নীম সাজদা ৪১:৪১–৪২;

[৩] দেখুন: সূরা বাকারা ২:১২৯; আলে ইমরান ৩:১৬৪; নাহল ১৬:৪৪; জুমুআ ৬২:২।

[৪] সূরা বাকারা ২:৩৮–৩৯।

[৫] সূরা আ'রাফ ৭:১৫৮।

[৬] দেখুন: সূরা ক্রম ৩০:২২।

নেওয়া, অথবা (২) তার মাতৃভাষায় কুরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করা। নিঃসন্দেহে প্রথমটি অধিক কার্যকরী, তবে তা সবার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না; সে-ক্ষেত্রে অনুবাদই তাদের ভরসা।

অনারবি ভাষায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস

কুরআন নাথিলের দেড়শ বছরের মধ্যে ইসলাম পৌঁছে যায় পশ্চিমে স্পেন-পর্তুগাল-মরক্কো থেকে নিয়ে পূর্বে চীন পর্যন্ত। তবে ভাষার দিক দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে তার প্রভাব পড়েছে দুই রকম: (১) পশ্চিম অঞ্চলের লোকজন ধীরে ধীরে স্থানীয় ভাষা ছেড়ে আরবিতে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নেয়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য বা উর্বর অর্ধচন্দ্র ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকার গণমানুষের ভাষা আরবি, ফলে তাদের স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রয়োজন পড়েনি। (২) কিন্তু পারস্য ও খোরাসান অঞ্চলের মুসলিমগণ স্থানীয় পাহলবি বা ফারসি ভাষা চর্চা বন্ধ করেননি, বরং এখানকার মুসলিম মনীষীগণ হয়ে ওঠেন দ্বিভাষিক: ঘরোয়া পরিবেশে তারা ব্যবহার করতেন ফারসি, কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণা চালাতেন আরবি ভাষায়। ধীরে ধীরে গণমানুষের মুখের ভাষা ফারসিতে বিপুল পরিমাণ আরবি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, গণমানুষের পক্ষেও আরবি ভাষা শেখা সহজ হয়ে যায়। এখানে **আল্লামা যামাখশারি** (মৃত্যু ৫৩৮ হি./ ১১৪৩ খ্রি.) সম্ভবত প্রথম মনীষী, যিনি **মুকাদ্দিমাতুল আদাব** শিরোনামে প্রথম আরবি-ফারসি দ্বিভাষিক অভিধান রচনা করেছেন। ফলে, এখানে আরবি ও ফারসি চর্চা একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, ফারসিতে কুরআন অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন পড়েনি।

জনসংখ্যা বিবেচনায় ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। তবে, শুরু থেকেই আরবের সঙ্গে এ এলাকার সম্পর্ক থাকলেও, এখানে আরবি ভাষা চর্চা সন্তোষজনক মানের না হওয়ার পেছনে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে: (১) ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশ সরাসরি আরবদের রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসে, কিন্তু এ সংযোগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ফলে এ অল্প সময়ে এখানে আরবি চর্চা খুব বেশি বেগবান হয়নি। (২) উপমহাদেশের রাজনৈতিক মধ্যে স্থায়ীভাবে মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের পর। এবার আরবদের মাধ্যমে নয়, বরং খোরাসানিদের মাধ্যমে—যাদের ভাষা ছিল ফারসি। সেই থেকে নিয়ে ইংরেজ আমলের প্রথম একশ বছর পর্যন্ত শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কাজে ফারসি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, আর গণমানুষ চর্চা করেছে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষা; এ-সময়েও আরবি ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক খুব বেশি মজবুত হয়নি।

ফলে স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা যত তীব্রভাবে এ-উপমহাদেশে অনুভূত হয়েছে, মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র এ-প্রয়োজন ততটা তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। গণমানুষকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ মুখী করার ক্ষেত্রে এ-উপমহাদেশে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ **শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি** (মৃত্যু ১১৭৬ হি./ ১৭৬২ খ্রি.)। অনেক বিরোধিতা, তির্যক মন্তব্য ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি **ফাতহুর রহমান** শিরোনামে কুরআন মাজীদে প্রথম ফারসি তরজমা প্রকাশ করেন। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর পর ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে শাহ সাহেবের ইন্তেকাল হয়। তারপর থেকে উপমহাদেশে ফারসি ভাষার প্রভাব কমে আসে, আর ধীরে ধীরে নতুন ভাষা উর্দু জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র **শাহ আবদুল কাদির** (মৃত্যু ১২৩০ হি./ ১৮১৫ খ্রি.) **মুজিহে কুরআন** শিরোনামে উর্দু ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। এ-অনুবাদটিকে উর্দু ভাষায় একটি বিস্ময়কর নিদর্শন মনে করা হয়। এর প্রায় একশ বছর পর উর্দু ভাষার বাকরীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিলে, শাহ আবদুল কাদির সাহেবের উর্দু অনুবাদটিকে হালনাগাদ করার কাজে এগিয়ে আসেন আরেক মহান আলিম—মাওলানা **মাহমুদ হাসান দেওবন্দী** (মৃত্যু ১৯২০ খ্রি.)। পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় রচিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থাবলির বেশিরভাগ শাহ সাহেবের অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভাষাভাষীর দিক দিয়ে উপমহাদেশের আরেকটি শক্তিশালী ভাষা বাংলা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ-ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ শুরু হলেও, এ-কাজে উল্লেখযোগ্য গতিসঞ্চার হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। মা শা আল্লাহ, তারপর থেকে এ যাবৎ বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদ ও আরবি-উর্দু তাফসীরগ্রন্থাবলির অনেকগুলো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

কেন এই নতুন অনুবাদ ও পার্শ্বটাকা?

হাদীস শরীফে এসেছে “কুরআন থেকে আলিমগণ কখনও পরিতৃপ্ত হবে না, এর বিস্ময়ও কখনও শেষ হবে না।”^[১] এ-থেকে বোঝা যায়, কুরআন-কেন্দ্রিক কাজ এক অন্তর্হীন প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় দেড় হাজার বছর ধরে অজস্র তাফসীর ও অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, ইন শা আল্লাহ। সুতরাং, এদিক থেকে নতুন অনুবাদ-গ্রন্থ কোনও বিস্ময়ের বিষয় নয়। তা ছাড়া, গত দুই যুগ যাবৎ কুরআনের প্রাচীন তাফসীর, মাআনি ও লুগাত-শাস্ত্রের বইপুস্তকের সঙ্গে কিষ্টিং সম্পর্ক থাকার সুবাদে আমার এ-আগ্রহ দিন দিন প্রবলতর হয়েছে যে—কুরআনের শব্দাবলির যেসব ব্যাখ্যা কুরআন-নাযিলের-কাছাকাছি-সময়ের মনীষীদের কিতাবগুলোতে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের একটি অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা-গ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ বন্ধু আলাপচারিতায় জানিয়েছেন—কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর-গ্রন্থগুলো পড়তে গিয়ে তারা এক বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হন: কুরআন মাজীদে খুব দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে তৃতীয়পুরুষের সর্বনাম (যেমন—তারা, ওরা, সে) ব্যবহারের দরুন, শুধু অনুবাদগ্রন্থগুলো থেকে বোঝা যায় না—কোন আয়াত থেকে শুরু করে কোন আয়াত পর্যন্ত কী প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে, আর ওই সর্বনামগুলো দিয়েই-বা কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকে এসব সমস্যার সমাধান মেলে, তবে সেসব গ্রন্থের পরিধি অনেক বড়ো হওয়ায় সাধারণ পাঠকদের অনেকের পক্ষে সেগুলো পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। তাই এ অনুবাদের পাশে পার্শ্বটীকা ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। আবার সম্মানিত হাফিজদের অনেকে জানিয়েছেন—প্রচলিত অনুবাদ-গ্রন্থাবলিতে হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠা-বিন্যাস অটুট না থাকায়, তাদের অনুবাদ-অধ্যয়ন ও তিলাওয়াতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুসহাফ খুলতে হয়। এরকম আরও কিছু বিষয় সামনে রেখে এই অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা-গ্রন্থ প্রস্তুত করা হলো।

যেসব গ্রন্থের ভিত্তিতে এ-অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা

এ-অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা-গ্রন্থ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের কিতাবপত্র ব্যবহার করা হয়েছে: (১) তাফসীর, (২) মাআনিল কুরআন তথা কুরআনের শব্দকোষ ও (৩) অভিধান। তিনটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে কুরআন-নাযিলের-কাছাকাছি-সময়ে রচিত কিতাবপত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে, কারণ কুরানে সালাসা তথা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের যত কাছাকাছি পৌঁছা যায়, জ্ঞান তত বেশি নির্ভরযোগ্য ও বিদআত-বিকৃতিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তা ছাড়া, প্রথম তিনশ হিজরির মধ্যেই ইসলামি জ্ঞানের সকল শাখা—কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, আছার, ফিকহ, অভিধান ও ব্যাকরণ—অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়, এর পরের দুইশ বছর ধরে চলে তাহযীব তথা পরিমার্জনের কাজ, তার পরবর্তী সময়কাল মূলত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণের কাল। তাই, প্রথম পাঁচশ বছরের কিতাবাদির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

তাফসীর

কুরআন বোঝার বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো—কোনও আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে কুরআনের অন্য জায়গায় কী বলা হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ কী বলেছেন, তা সবার আগে দেখা। কারণ অনেক-সময় কুরআন মাজীদে এক জায়গায় একটি বিষয় সংক্ষেপে আর অন্য জায়গায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এদিক দিয়ে কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা। আবার কুরআন মাজীদেই আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর রাসূল ﷺ-কে। এদিক থেকে সুন্নাহ হলো কুরআন মাজীদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা (Authorized Interpretation)। কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের সামনেই কুরআন নাযিল হয়েছে, ফলে কোন আয়াতের ইঙ্গিত কোন ব্যক্তি বা ঘটনার দিকে, তা অন্যদের চেয়ে তারা ভালো জানেন। আর এ-তিনটি একসঙ্গে জানার উপায় হলো প্রাচীন তাফসীর-গ্রন্থাবলি—যেখানে কুরআনের অপরাপর আয়াত, নবি ﷺ-এর হাদীস এবং সাহাবি ও তাবিয়গণের আছার বিপুল পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিচের ছয়টি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা হয়েছে:

» **ইমাম ইবনু জারীর তাবারি** رحمہ اللہ (২২৪-৩১০ হি.)-এর **জামিউল বায়ান আন তা'বীলি আ-য়িল কুরআন**। ইমাম তাবারি এই বিশ্বকোষতুল্য তাফসীর-গ্রন্থে আয়াত, হাদীস ও আছারের ভিত্তিতে সমগ্র কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে রচিত প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর-গ্রন্থ। একে **أَصْحُ النَّفَاسِ** বা ‘বিশুদ্ধতম তাফসীরগ্রন্থ’ ও ‘বিদআতমুক্ত তাফসীর-গ্রন্থ’ হিসেবেও বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। এই অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দারুল

হাদীস সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

- » **ইমাম আবু ইসহাক বাজ্জাজ** (মৃত্যু ৩১১ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু**। তাঁকে আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের ইমাম মনে করা হয়। ইমাম বাগাবি ও ইবনু আতিয়া আন্দালুসি তাঁদের তাফসীরগ্রন্থে অনেকবার ইমাম বাজ্জাজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি **আত-তাফসীরুল কাবীর** গ্রন্থে ইমাম বাজ্জাজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন পাঁচশ বারেরও বেশি। আলহামদু লিল্লাহ, পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত এ-কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়ে এর নির্ধারিত অনুবাদ, পার্শ্বটীকা ও তাফসীরে যুক্ত করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া সংস্করণ।
- » **ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি** (মৃত্যু ৫১০ হি.)-এর **লুবাবুত তা'বীল ফী মাআলিমিত তানযীল**। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদআত ও দঈফ হাদীস ব্যবহার থেকে এটি অনেক নিরাপদ। ব্যবহৃত হয়েছে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের দার ইবনি হাযম সংস্করণ।
- » **আল্লামা যামাখশারি** (৪৬৭-৫৩৮ হি.)-এর **আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল**। তাফসীর, আরবি ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ও অভিধানশাস্ত্রের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। কুরআনের জটিল শব্দের অর্থ, ইজায বা সুসংক্ষেপণের জায়গায় যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ, আয়াতের ভেতরকার বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ও সর্বোপরি ভাষাভিত্তিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তবে যামাখশারির তাফসীরের অন্যতম ক্রটি হিসেবে ধরা হয় তাঁর মু'তামিল চিন্তা-দর্শনকে। তাঁর তাফসীরগ্রন্থ থেকে মু'তামিল চিন্তা-দর্শনের ক্রটি দূর করার জন্য একশ বছর পর এগিয়ে এসেছেন ইমাম বায়যাবি। তাই, কাশশাফের ওপর এককভাবে নির্ভর না করে, বায়যাবির সংক্ষিপ্ত-রূপটিকেও সামনে রাখা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের দার ইবনি হাযম সংস্করণ।
- » **ইমাম ইবনু আতিয়া আন্দালুসি** (মৃত্যু ৫৪১ হি.)-এর **আল-মুহররারুল ওজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয**। তাফসীর-শাস্ত্রের ইমামদের কাছে এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি তাফসীর-গ্রন্থ। সম্প্রতি **মাওসুআতুত তাফসীরিল মা'সূর** শিরোনামে রাসূল (স)-এর হাদীস এবং সাহাবি, তাবীযি ও তাব-তাবীযিদের আহার-সংবলিত ২৫ খণ্ড-বিশিষ্ট যে তাফসীর-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা অংশে যে কয়েকটি তাফসীর-গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি হলো ইবনু আতিয়া (স)-এর **আল-মুহররারুল ওজীয**।
- » **ইমাম নাসিরুদ্দীন বায়যাবি** (মৃত্যু ৬৮৫ হি.)-এর **আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল**। তিনি যামাখশারির কাশশাফ গ্রন্থটি থেকে মু'তামিল চিন্তা-দর্শন বাদ দিয়ে এর ভাষা ও ব্যাকরণগত সৌন্দর্য ধারণ করে এ-তাফসীরগ্রন্থটি রচনা করেছেন। ফলে মুসলিম বিশ্বে—বিশেষত এশিয়া অঞ্চলে—আলিমদের মধ্যে এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ-অনুবাদ ও তাফসীরে ২০১৭ সনের দারুল মারিফা সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

মাআনিল কুরআন

- » **ইমাম ফাররা** (মৃত্যু ২০৭ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**,
- » **ইমাম আবু উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসাম্মা** (মৃত্যু ২১১ হি.)-এর **মাজাযুল কুরআন**,
- » **ইমাম আখফাশ আওসাত** (মৃত্যু ২১৫ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**,
- » **ইমাম ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি** (মৃত্যু ২৭৬ হি.)-এর **তাফসীরুল গরীবিল কুরআন ও তা'বীলু মুশকিলিল কুরআন**, এবং
- » **ইমাম আবু জাফর নাহ্‌হাস** (মৃত্যু ৩৩৮ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**।

কুরআন মাজীদে যেসব ‘গরীব’ (দুর্লভ শব্দ), ‘মাজায ও ইস্তিআরা’ (রূপক ও অলংকার-বহুল শব্দ-বাক্য) এবং ‘মুশকিল’ (জটিল) বিষয় রয়েছে, সেগুলো ‘মাআনিল কুরআন’-এর এসব প্রাচীন গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অনুবাদ ও তাফসীর-গ্রন্থে সেসব বিষয় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। **মু'জামুল বায়ান** শিরোনামে একটি আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান রচনা করা হচ্ছে, সেখানে এসব গ্রন্থের যাবতীয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রাচীন ও প্রামাণ্য অভিধান

হিজরি দ্বিতীয় শতকেই আরবি অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যাতে কুরআন-সুন্নাহয় ব্যবহৃত শব্দগুলোর আসল অর্থ হারিয়ে না যায়। অভিধান-সংকলকগণ মরুচারী বেদুইনদের তাঁবুতে তাঁবুতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন শব্দের নির্ভুল ও নির্ভেজাল অর্থ সংগ্রহের জন্য। হিজরি দ্বিতীয় শতক থেকে নিয়ে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য প্রামাণ্য অভিধান রচিত হয়েছে। এ-অনুবাদ ও তাফসীর-গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রধানত নিচের অভিধানগুলো সামনে রাখা হয়েছে:

- » **ইমাম খলিল ইবনু আহমাদ ফারাহীদি** (১০০-১৬০ হি.)-এর **কিতাবুল আইন**। কোনও কোনও গবেষকের মতে, আধুনিক অভিধান বলতে যা বোঝায় সে-দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান। আর এর রচয়িতা ছিলেন আরবি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম। তিনি যুহদ ও তাকওয়ার জন্যও ছিলেন সমানভাবে প্রসিদ্ধ।
- » **ইবনু দুরাইদ আযদি** (২২৩-৩২১ হি.)-এর **জামহারা তুল লুগাহ**।
- » **ইমাম আবু মনসুর আযহারি** (২৮২-৩৭০ হি.)-এর **তাহযীবুল লুগাহ**। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ, কিরাত-বিশেষজ্ঞ ও প্রখ্যাত ফকীহ।
- » **ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারি** (মৃত্যু ৩৯৩ হি.)-এর **আস-সিহাহ**।
- » **ইবনু সীদাহ আন্দালুসি** (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)-এর **আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আজম**।
- » **হাসান ইবনু মুহাম্মাদ সগানি** (মৃত্যু ৬৫০ হি.)-এর **আল-উবাবুয যাখির ওয়াল-লুবাবুল ফাখির**।
- » তা ছাড়া, ইবনু ফারিসের **মাকাসীসুল লুগাহ** ও **মুজমালুল লুগাহ**, রাগিব ইস্পাহানির **মুফরাদাতুল আলফাযিল কুরআন**, ইবনু মানযুরের **লিসানুল আরব**, ফাইয়ুমির **আল-মিসবাহুল মুনীর**, ফিরহাবাদির **আল-কামুসুল মুহীত** ও এর ওপর মুরতাদা যাবীদির ব্যাখ্যাগ্রন্থ **তাজুল আরস** থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

এই অনুবাদের কিছু বিশেষত্ব

- » **সহজ ভাষা:** অর্থের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব সাবলীল, চলিত ও গতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
- » **অর্থের যথার্থতা:** আল্লাহর কালাম অন্য ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারপরও কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হাদীস, আছার ও খাইরুল কুরআনের কাছাকাছি সময়ে রচিত তাফসীর, মাআনিল কুরআন ও কুরআন-ভিত্তিক প্রাচীন ও প্রামাণ্য অভিধানের ভিত্তিতে কুরআনের শব্দাবলির যথাযথ অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।
- » **যতিচিহ্নের ব্যবহার:** কুরআন মাজীদে কখনও দেখা যায় আয়াত শেষ হলেও বাক্য সমাপ্ত হয় না। বাক্য সমাপ্ত হয় হয়তো পরের আয়াতে গিয়ে অথবা আরও দু-তিন আয়াত পরে গিয়ে। আবার একই আয়াতের ভেতরে কখনও একাধিক বাক্যও হতে পারে। অথচ অনেকেই আয়াত-নম্বরকে ‘দাঁড়ি’ ভেবে সেখানে থেমে যান। এতে অর্থ বুঝতে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। এ উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই দেখা যাবে কখনও এক আয়াতের ভেতরে একাধিক দাঁড়ি (।), আবার কখনও কখনও আয়াতের পর আয়াত চলছে কমা (,), সেমিকোলন (;) ও কোলন (:) দিয়ে; কারণ কখনও প্রথম আয়াত মুজমাল (সংক্ষিপ্ত), পরের আয়াত মুফাসসাল (ব্যাখ্যা-সংবলিত)। সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আয়াত শেষ হওয়ার পরে ব্যাখ্যামূলক আয়াতটির শুরুতে কোলন (:) বা এম ড্যাশ (—) ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা বাক্য শেষ হয়েছে কেবল দাঁড়ি/বিস্ময়সূচক চিহ্ন/প্রশ্নবোধক চিহ্ন (।, !, ?) ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। সেক্ষেত্রে শুধু দাঁড়ি/বিস্ময়সূচক চিহ্ন/প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেখানে পাওয়া যাবে, বাক্য শেষ হবে সেখানেই। এর আগে যতগুলো কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:) বা এম ড্যাশই (—) আসুক না কেন, বাক্যের শেষ ভেবে পুরোপুরি থামা যাবে না। হ্যাঁ, ‘১’ বলার মতো সামান্য বিরতি নেওয়া যেতে পারে। পুরোপুরি থামতে হবে কেবল দাঁড়ি/বিস্ময়সূচক চিহ্ন/প্রশ্নবোধক চিহ্ন এলেই। পড়ার সময় শুধু যতিচিহ্ন ব্যবহারের এই নির্দেশনাটি অনুসরণ করলেও অনেক আয়াতের তাফসীর অনায়াসে বুঝে আসবে।

- » **ব্র্যাকেটের ব্যবহার:** কুরআনের অলংকারবহুল ভাষার একটি দিক হলো এর **إِيجاز** বা সংক্ষেপণ (ellipsis); অর্থাৎ, কিছু শব্দ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কোনও বিষয় তুলে ধরা^[১]। সেই সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম বোঝা প্রাথমিক শ্রোতা অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন ছিল না, কারণ তাদের সামনে ওই বিষয়ের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট ছিল। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি যখন শ্রোতার প্রজন্ম পেরিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে লিখিত আকারে হাজির হয়, তখন সেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের সঠিক মর্ম বুঝতে হলে তাদের জন্য এর প্রেক্ষাপট ও বাদ-যাওয়া শব্দগুলো জানা জরুরি হয়ে পড়ে। আর প্রেক্ষাপট ও বাদ-যাওয়া শব্দ সংযোজনের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন প্রাচীন যুগের আরবি ভাষা-বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণ। কুরআন মাজীদের এই অনুবাদ ও তাফসীর-গ্রন্থে ব্র্যাকেটের মাঝখানে যেসব অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো মূলত প্রাচীন যুগের আরবি ভাষা-বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণের গ্রন্থাবলি থেকে নেওয়া। উদাহরণ-সহ জানার জন্য সূরা বাকারার ১৪৯, ১৫০ ও ১৫৬ নং আয়াতের অনুবাদে ব্র্যাকেটের মাঝখানের শব্দাবলি দেখুন।
- » **অনুবাদে গুচ্ছ শব্দের ব্যবহার:** কুরআনের বহু শব্দ এমন, যা এক শব্দে বাংলা করা হলে তার মূলভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না, যেমন **تَذَكَّرُ** /তায়কির়া' শব্দের অনুবাদ 'স্মারক' করার চেয়ে 'স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার পয়গাম' করা হলে ভাব অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **إِسْتَكْبَرُ** /ইসতাকবারা' শব্দের অর্থ শুধু 'অহংকার করা' বললে যে-কোনও অহংকার এর মধ্যে চলে আসে, অথচ কুরআনে এটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করতে অহংকার করা' অর্থে।^[২]
- » **উদ্ধৃতি চিহ্ন:** কুরআন মাজীদের বিপুল-সংখ্যক আয়াতে একজনের কথার উদ্ধৃতির ভেতর আরেকজনের কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যাকে বলা হয় 'উদ্ধৃতির ভেতর উদ্ধৃতি (Quotation within quotation)'। এসব ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা উদ্ধৃতি-চিহ্ন (" ", " ") ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রত্যেকের বক্তব্যকে পৃথক করা হয়েছে। বাক্যের শেষে একাধিক উদ্ধৃতি-চিহ্ন একত্র হয়ে গেলে, দুটি উদ্ধৃতি-চিহ্নের মাঝখানে স্পেস রাখা হয়েছে; যেমন: ফেরেশতা বলল, "এভাবেই হবে। আপনার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য একেবারে সহজ একটা ব্যাপার। এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না!' " (সূরা মারইয়াম ১৯:৯)।
- » **সমান্তরাল পাঠ:** আয়াতের আরবি মূলপাঠ ও বাংলা অনুবাদ প্রায় একই সমান্তরালে রাখা হয়েছে।
- » **প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদভিত্তিক বিন্যাস:** একই বক্তব্য-সংবলিত আয়াতগুলোকে একসঙ্গে এক প্যারাগ্রাফে রাখা হয়েছে। কারণ কুরআনে কখনও একই বিষয়ের আলোচনা পরপর বেশ কটি আয়াতে আসতে দেখা যায়। তাই ওই আয়াতগুলো স্থান পেয়েছে একই প্যারায়। আবার যখন আলোচনার বিষয়বস্তু পালটেছে, তখন তা এসেছে নতুন প্যারায়। প্রত্যেক আয়াতের জন্য আলাদা প্যারা ব্যবহার করা হলে অনেকসময় বক্তব্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ভেঙে যায়, পড়ার গতিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টি সহজ করার উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক আয়াতের জন্য আলাদা প্যারা ব্যবহার না করে, একই বিষয়ের আয়াতগুলোকে একই প্যারায় রাখা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য সহজে বুঝে আসে।
- » **পৃষ্ঠার ওপরে সূরার ক্রমিক নম্বর ও আয়াতের সীমা:** প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে সূরার নামের সঙ্গে সূরার ক্রমিক নম্বর এবং ওই পৃষ্ঠায় কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত রয়েছে (যেমন সূরা নিসা ৪:৮১-৮৭) তা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক বইয়ে কুরআনের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে সূরার নাম উল্লেখ না করে কেবল সূরা নং ও আয়াত নং (যেমন ৪:৮৫) উল্লেখ করা হয়, সেসব উদ্ধৃতিও এ-সংস্করণ থেকে সহজে খুঁজে নেওয়া যাবে।
- » **হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠা-বিন্যাস:** উপমহাদেশে প্রচলিত হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠা-বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে পৃষ্ঠা নম্বরের ভিত্তিতে পাঠক কাজক্ষিত আয়াতটি সহজে খুঁজে নিতে পারেন, পৃষ্ঠার ডানপাশে পারা ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার অনুবাদ ওই পৃষ্ঠাতেই শেষ করায় পূর্ণাঙ্গ আয়াত ও তার অনুবাদের জন্য অপর পৃষ্ঠায় যেতে হবে না।
- » **নাযিলের সময়কাল:** সূরার পাশে শুধু মাক্কি/মাদানি লিখে ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং নাযিলের আনুমানিক সময়কাল ও

[১] ইবনু কুতাইবা (২৭৬ হি.), *তাবীলু মুশকিলিল কুরআন*, মুআসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ (১৪৩৬ হি.), পৃ. ২১৩।

[২] দেখুন: সূরা আ'রাফ ৭:২০৬; তাবারি ১/৩৬০, ২/৩৪, ৫/২৭৮।

বিশেষ ঘটনা থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পড়ার শুরুতেই সে-সময়ের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

- » **মেজর থিম বা প্রধান বিষয়:** সাধারণত এক সূরায় কিছু মেজর থিম (major theme) বা প্রধান বিষয় থাকে, যার অধীনে থাকে আরও অনেক সাব-থিম। সূরার মেজর থিমগুলো আয়াতের রেঞ্জ-সহ পার্শ্বটীকায় বোল্ড/ মোটা অক্ষরে রঙিন কালিতে দেওয়া হয়েছে। সূরার অনুবাদ পড়ার আগে একনজরে শুধু পার্শ্বটীকার মেজর থিমগুলো পড়ে নিলেও পুরো সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- » **সাব-থিম বা অধীন পার্শ্বটীকা:** কখনও একটি আয়াত আবার কখনও কয়েকটি আয়াতের শিক্ষা ও সারাংশ বামপাশে পার্শ্বটীকা আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ আয়াতগুলোর মর্মকথা সহজে মনে রাখতে পারেন। পার্শ্বটীকায় মেজর থিমের অধীনে সাব-থিম বা আয়াতের মর্মকথা কালো কালিতে রাখা হয়েছে।
- » **মিলিয়ে পড়ুন:** পার্শ্বটীকায় বিষয়বস্তু ও মূলশিক্ষা উল্লেখ করার পর বহু জায়গায় **মিলিয়ে পড়ুন, ফিরে দেখুন, ও জানতে দেখুন** শিরোনামে কুরআনের আর কোথায় এ-বিষয়ের সম্পূরক অংশ আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব cross reference মিলিয়ে পড়লে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি সংক্ষিপ্ত তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন তথা কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীরের কাজ করবে, ইন শা আল্লাহ।
- » **সহজ ফন্ট:** লিথোগ্রাফিক প্রেসের যুগে উদ্ভাবিত কলকাতা ফন্টটি এ-অঞ্চলের প্রবীণ লোকদের কাছে সুপরিচিত; বিশেষত এর হরকত ও অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্পষ্ট। এরপর আরও কিছু ফন্ট উপমহাদেশীয় মুসহাফগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোর জয়ম ও অন্যান্য চিহ্ন ভিন্ন রকমের। উভয় ফন্টই একটু বেশি মোটা। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এমন এক ফন্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা হবে দৃষ্টিনন্দন, সরু, তীক্ষ্ণ, সহজবোধ্য ও চোখের জন্য আরামদায়ক এবং একইসঙ্গে উপমহাদেশের সুপরিচিত চিহ্নবিশিষ্ট। আলহামদু লিল্লাহ, বহুদিনের চেষ্টায় এমন একটি নতুন ফন্ট এ-মুসহাফে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আরবি টেক্সটে প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে চেনা যাবে, স্পষ্ট বোঝা যাবে। প্রচলিত মুসহাফগুলোতে এই ব্যাপারটি অনুপস্থিত। শব্দে শব্দে স্পেস ব্যবহার না করায় একটার সাথে আরেকটা শব্দ লেগে যায়। সেক্ষেত্রে অর্থ-বিকৃতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণেই এই মুসহাফটিতে প্রতিটা শব্দকে স্পষ্ট ও আলাদা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, **হামযায়ে ক্বাতরি** (أُ) ও **হামযায়ে ওয়াসলি** (إِ)—এই দু-ধরনের হামযাকে পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে। তিলাওয়াতের সময় পাঠক তা খেয়াল রাখলে অসংখ্য ভুল থেকে বেঁচে থাকবেন, ইন শা আল্লাহ।
- » **কালার গাইডেড:** বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের সুবিধার্থে বেশ কিছু চিহ্নকে রঙিন করে দেওয়া হয়েছে। গড়পড়তায় বিভিন্ন অক্ষরকে রঙিন করা হলে পাঠকের চোখে ধাঁধা লেগে যায়; তাই অক্ষরের পরিবর্তে বিশেষ হরকত ও চিহ্নগুলোকে রঙিন করা হয়েছে, যেন সচেতন পাঠকের তিলাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত না করে তাকে বিশেষ জায়গাগুলোতে সচেতন রাখা যায়। “ওয়াক্ফ-চিহ্নের নির্দেশনা ও কালার গাইডেড” শিরোনামে এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা একটি চলমান প্রক্রিয়া; কুরআন নাযিলের কাছাকাছি সময়ে লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি ধীরে ধীরে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বিভিন্ন ভাঙ্গনে প্রকাশ করা হবে, ইন শা আল্লাহ। নির্ভুলতা নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে; তবে ভুলভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য, সে-হিসেবে অনিচ্ছাকৃত কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। তাই সমঝদার পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ থাকবে—কোনও ভুলভ্রান্তি নজরে পড়লে আপনারা আমাদেরকে অবহিত করবেন, ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণগুলোতে আমরা সেগুলো নির্ভরযোগ্য তাফসীর-গ্রন্থগুলোর আলোকে সংশোধন করে দেবো। পরিশেষে, আল্লাহ তাআলার কাছে একান্ত প্রার্থনা—আল্লাহ আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দিন, মৃত্যু পর্যন্ত কুরআনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ও এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

২৯ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি/ ৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

কুরআন মাজীদেৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলার বাণীর শ্ৰেষ্ঠত্ব

নবি ﷺ বলেছেন—“فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ—সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহর শ্ৰেষ্ঠত্ব যেমন, সকল কথার ওপর আল্লাহর বাণীর শ্ৰেষ্ঠত্ব তেমন।” (তিরমিযি ২৯২৬, হাসান)।

উত্থান-পতনের নেপথ্য কারণ

নবি ﷺ বলেছেন—“আল্লাহ এ-কিতাবের ভিত্তিতে কিছু লোকের উত্থান ঘটাবেন, আর এরই ভিত্তিতে অন্যদের পতন ঘটাবেন।” (মুসলিম ৯৯৬)।

কুরআন অনুসরণ করা ও না-করার পরিণতি

নবি ﷺ বলেছেন—“كُورْأَنُ شَافِعٍ مُّشَفَّعٍ، مَّاحِلٌ مُّصَدَّقٍ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ—কুরআন শাফাআত করবে, এর শাফাআত গ্রহণ করা হবে, নালিশ দায়ের ও যুক্তি-তর্ক পেশ করবে আর এর বক্তব্যকে সত্য বলে মানা হবে। যে একে পথপ্রদর্শক মানবে, এটি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে; আর যে একে পেছনে ফেলে রাখবে, এটি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।” (ইবনু হিব্বান ১২৪, সহীহ)।

আখিরাতে পুরস্কার

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—“يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِفْرًا وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مِثْلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا—কুরআনকে-সঙ্গ-দেওয়া ব্যক্তিকে বলা হবে, ‘পড়ো আর ওপরে ওঠো; দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করত, সেভাবে তিলাওয়াত করো, তুমি সর্বশেষ যে-আয়াত পাঠ করবে, সেখানেই হবে তোমার ঠিকানা।’” (আবু দাউদ ১৪৬৪, হাসান)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—“يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَتَعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ مَكْرَمٌ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ—যে-ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে দক্ষ, সে থাকবে অনুগত, সম্মানিত ও লেখক-ফেরেশতাদের সঙ্গে; আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে বারবার আটকে যাবে এবং কঠিন অনুভব করবে, সে দুটি সাওয়াব পাবে।” (মুসলিম ৭৯৮)।

কুরআন ও বিভিন্ন মানুষের উদাহরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—“مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرَجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ الشُّؤْمِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِبْرِ، إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ—যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ সুগন্ধি লেবুর (citron) মতো যার স্বাদও ভালো, যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ খেজুরের মতো যার স্বাদ ভালো কিন্তু কোনও স্বাদ নেই, যে গোনাহের পথে চলে আবার কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ সুগন্ধি লতার (basil) মতো যার স্বাদ সুন্দর কিন্তু স্বাদ তিতা, আর যে গোনাহের পথে চলে কিন্তু কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ তিতা আপেলের (colocynth) মতো যার স্বাদ তিতা আবার কোনও স্বাদ নেই। সংস্কারের উদাহরণ মেশক-বিক্রেতার মতো, তার কাছ থেকে যদি কিছু না-ও পাও অন্তত তার সুস্বাদু পাবে, আর অসংস্কারের উদাহরণ হাপর-চালকের মতো, তার কালির গুঁড়া তোমার গায়ে না লাগলেও তার ঘোঁয়া তোমার গায়ে লাগবে।” (আবু দাউদ ৪৮২৯, সহীহ)।

চল্লিশ রব্বানা দুআগুলো

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের আমল কবুল করো; তুমি তো সব শোনো, সব জানো।” (সূরা বাকারা, ২ : ১২৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে তোমার-সামনে-আত্মসমর্পণকারী বানিয়ে দাও, আমাদের সন্তানদের দিয়ে একটি জাতি তৈরি করো যারা তোমার সামনে আত্মসমর্পণ করবে; আমাদের উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও; আমাদের অনুশোচনা কবুল করো, তুমিই তো অনুশোচনা-কবুলকারী, অসীম দয়ালু।” (সূরা বাকারা, ২ : ১২৮)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“রব আমাদের, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও, আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও।” (সূরা বাকারা, ২ : ২০১)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَفْئِدَتَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“আমাদের রব, তুমি আমাদের বিপুল ধৈর্যশক্তি দাও, আমাদের পা অটল রাখো, আর তোমার পয়গাম প্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠীর ওপর আমাদের জয়ী করো।” (সূরা বাকারা, ২ : ২৫০)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“আমাদের রব, আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।” (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

“রব আমাদের, তুমি আমাদের ওপর শপথের ভারী বোঝা চাপিয়ে না, যা আমাদের আগের লোকদের ওপর চাপিয়েছিলে।” (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের ওপর শপথের ভারী বোঝা চাপিয়ে না, যা আমাদের আগের লোকদের ওপর চাপিয়েছিলে। রব আমাদের, তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করো না—যা পালন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের ওপর দয়া করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।” (সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“আমাদের রব, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরকে সঠিক পথ থেকে সরে যেতে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমাদের কিছু অনুগ্রহ দাও, তুমিই তো মহান দাতা।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

“আমাদের রব, তুমি সকল মানুষকে একদিন একত্র করবে—যেদিনের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। (কারণ) আল্লাহ ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯)

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দাও আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬)

رَبَّنَا أَمَّا إِنَّمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তা সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, (সত্যের) সাক্ষীদের সঙ্গে আমাদেরও শামিল করুন।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৩)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّثْ أَفْئِدَتَنَا وَأَنْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গোনাহ মার্ফ করে দাও, আমাদের কথা ও কাজে যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে সেগুলো মার্ফ করে দাও, আমাদের পা অটল রাখো, আর তোমার-অবাধ্য-জনগোষ্ঠীর ওপর আমাদেরকে জয়ী করো।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৭)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“আমাদের রব, তুমি তো উদ্দেশ্যহীনভাবে এগুলো সৃষ্টি করিনি! জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও!” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯১)

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“রব আমাদের, তুমি যাকে জাহান্নামে ঢোকাবে, তাকে তো অপদস্থ করবে, আর জালিমদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯২)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ أُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا

“হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের ব্যাপারে এভাবে আহ্বান জানাতে শুনেছি—‘তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো’, তা শুনে আমরা ঈমান এনেছি।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৩)

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

“রব আমাদের, আমাদের গোনাহগুলো মার্ফ করো, আমাদের ভুলত্রুটিগুলো মুছে দাও, আর মৃত্যুর পর ভালো মানুষদের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করো।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৩)

رَبَّنَا وَأَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

“রব আমাদের, তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলে, তা আমাদের দাও, আর কিয়ামাতের দিন আমাদের অপদস্থ করো না, তুমি তো ওয়াদার ব্যতিক্রম করো না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৪)

رَبَّنَا أَمَّا إِنَّمَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

“রব আমাদের, আমরা ঈমান এনেছি, (সত্যের) সাক্ষীদের সঙ্গে আমাদের (নাম) লিখে রাখো।” (সূরা মা ইদা, ৫ : ৮৩)

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাবার পাঠাও, যা হবে আমাদের প্রথম ও পরবর্তী লোকদের জন্য আনন্দের উৎস, আর তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন; আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, তুমি তো সর্বোত্তম জীবিকাদাতা।” (সূরা মা ইদা, ৫ : ১১৪)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“রব আমাদের, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি; তুমি যদি আমাদের মার্ফ না করো, আমাদের দয়া না করো, আমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।” (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৩)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের জালিমদের সঙ্গে একত্র করো না।” (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৭)

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

“হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও, তুমিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।” (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮৯)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের ধৈর্য ধরার শক্তি দাও আর আত্মসমর্পণকারী বান্দা হিসেবে আমাদের মৃত্যু দাও।” (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৬)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَجَعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করলাম। হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে না। আর তোমার দয়ায় কাফির জনগোষ্ঠীর কবল থেকে আমাদের বাঁচাও।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৫-৮৬)

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

“রব আমাদের, আমরা যা গোপন রাখি আর যা প্রকাশ করি সবই তুমি জানো—পৃথিবী ও মহাকাশের কোনোকিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৮)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

“রব আমার, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামাজ-কায়েমকারী বানিয়ে দাও।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“রব আমাদের, তুমি আমার দু'আ কবুল করো! রব আমাদের, যেদিন হিসাব নেওয়া হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতামাতা ও মুমিনদেরকে মার্ফ করে দিয়ো।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪১)

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“রব আমাদের, তোমার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর করুণা করো আর আমাদের ব্যাপারে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য দাও।” (সূরা কাহফ, ১৮ : ১০)

رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

“রব আমাদের, আমাদের ভয় হয়—সে আমাদের ওপর আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করবে অথবা (তোমার প্রতি) চরম অবাধ্যতা দেখাবে!” (সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৪৫)

رَبَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَاِرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

“রব আমাদের, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের ওপর করুণা করো, তুমি সর্বোত্তম করুণাকারী।” (সূরা মুমিনুন, ২৩ : ১০৯)

رَبَّنَا اضْرِبْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٩٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

“রব আমাদের, তুমি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে নাও—নিঃসন্দেহে এর শাস্তি ধ্বংস ডেকে আনবে, আবাস ও ঠিকানা হিসেবে জায়গাটি খুবই নিকৃষ্ট।” (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৫-৬৬)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“রব আমাদের, তুমি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের চোখ-শীতলকারী বানিয়ে দাও, আর আমাদেরকে সেসব লোকের জন্য অনুসরণীয় করে দাও, যারা তোমার অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।” (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৪)

رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ

“আমাদের রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞতায় সাড়া দানকারী।” (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৪)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

“রব আমাদের! তুমি তো করুণা ও জ্ঞান দিয়ে সবকিছু বেঞ্জন করে রেখেছ, সুতরাং যারা অনুশোচনা করে ফিরে আসে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে—তাদের ক্ষমা করে দাও, দাউদাউ করা আগুনের শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাও!” (সূরা মুমিন, ৪০ : ৭)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“রব আমাদের! তুমি স্থায়ী আনন্দের যেসব জাহ্নাতের ওয়াদা তাদের দিয়েছ, সেগুলোতে তাদের ও তাদের নেককার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের প্রবেশ করাও, তুমিই তো পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী; খারাপ পরিণতি থেকে তাদের বাঁচাও; সেদিন যাকে তুমি খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচাবে, তার ওপরই যেন তুমি দয়া করলে, আর সেটিই হবে মহাসফলতা!” (সূরা মুমিন, ৪০ : ৮-৯)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের কাছ থেকে শাস্তি সরিয়ে নাও, আমরা ঈমান আনছি!” (সূরা দুখান, ৪৪ : ১২)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“আমাদের রব, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের যেসব ভাই আমাদের আগে ঈমান এনেছে তাদেরও (মাফ করো), আর যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনও বিদ্বেষ রেখো না; রব আমাদের, তুমি তো অত্যন্ত কোমল, অসীম দয়ালু!” (সূরা হাশর, ৫৯ : ১০)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“রব আমাদের, আমরা তোমার ওপরই ভরসা করেছি, তোমার কাছেই ফিরে এসেছি, তোমার কাছেই সব কিছুর গন্তব্য।” (সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“রব আমাদের, আমাদের সেসব লোকের পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে না—যারা তোমার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে। রব আমাদের, তুমি আমাদের মাফ করে দাও; তুমিই তো অজেয় ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী।” (সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৫)

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের আলো শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেয়ো (মাঝপথে নিভিয়ে দিয়ে না), আর আমাদের ক্ষমা করো, নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৮)

ওয়াক্ফ-চিহ্নের নির্দেশনা ও কালার গাইডেড

- * : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে লায়িম-এর চিহ্ন। যেখানে যেখানে এই চিহ্ন আছে, সেখানে ওয়াক্ফ করা অর্থাৎ তিলাওয়াত থামিয়ে দেওয়া জরুরি, অত্যাৱশ্যক। না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি কুফরেরও ভয় রয়েছে।
- * ط : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে মুতলাক-এর চিহ্ন। যেখানে এই চিহ্ন রয়েছে, সেখানে থামা উত্তম। পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া অনুত্তম বা অনুচিত।
- * ج : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে জায়িম-এর চিহ্ন। যেখানে এই চিহ্ন রয়েছে, সেখানে থামা, না-থামা উভয়ই জায়িম। তবে থামাই ভালো।
- * ز : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে মুজাওওয়ায-এর চিহ্ন। যেখানে এই চিহ্ন রয়েছে, সেখানে থামা, না-থামা উভয়ই জায়িম। তবে না-থামাই ভালো।
- * ص : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে মুরাখখাস-এর চিহ্ন। যেখানে এই চিহ্ন রয়েছে, সেখানে না-থামাই ভালো। তবে থামলেও কোনো ক্ষতি নেই।
- * قف : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে আমর-এর চিহ্ন। যেখানে এই চিহ্ন আছে, সেখানে থামাই নির্দেশ।
- * ق : এই চিহ্নটির পূর্ণরূপ হলো قِيلَ عَلَيْهِ الْوُقُفُ অর্থাৎ কেউ কেউ এখানে থামতে বলেছেন, আবার কেউ কেউ পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে বলেছেন। এরকম ক্ষেত্রে না-থামাই ভালো।
- * لا : এই চিহ্নটির পূর্ণরূপ হলো لَا وَقْفَ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখানে কোনো ওয়াক্ফ নেই। পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়াই নিয়ম।
- * صل : এই চিহ্নটির পূর্ণরূপ হলো قَدْ يُؤْصَلُ অর্থাৎ কখনও কখনও এখানে ওয়াক্ফ করা হয়। আবার কখনও সামনে শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। এরকম স্থানে ওয়াক্ফ করাই উত্তম।
- * صا : এই চিহ্নটির পূর্ণরূপ হলো أَوْصَلَ أُولَى অর্থাৎ এই চিহ্নবিশিষ্ট স্থানে সামনের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়াই উত্তম। তবে ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।
- * سكتة : যেখানে এই চিহ্নটি রয়েছে, সেখানে উচ্চারণ বন্ধ করে একটু থামতে হয়, তবে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় না।
- * وقفة : যেখানে এই চিহ্নটি রয়েছে, সেখানে سكتة-এর মতো উচ্চারণ বন্ধ করে ওয়াক্ফ করার খুব কাছাকাছি সময় থেমে পাঠ করতে হয়; এক্ষেত্রেও নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় না।
- * ☉ এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে মুআনাকা-এর চিহ্ন। এই চিহ্নটি শব্দের ডানে ও বামে দুই দিকেই থাকে। তিলাওয়াতের সময় যে-কোনও একটিতে ওয়াক্ফ করতে হয়, আর অপরটি মিলিয়ে পড়তে হয়।

- * ف : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে গুফরানের চিহ্ন। এরকম স্থানে ওয়াক্ফ করা অতি উত্তম।
- * ل : এই চিহ্নটি ওয়াক্ফে মানযিলের চিহ্ন। এরকম স্থানে ওয়াক্ফ করা উত্তম।
- * ع : এই চিহ্নটি রুকু নির্দেশক চিহ্ন। এরকম স্থানে ওয়াক্ফ করাই নিয়ম।
- * السجدة : এই চিহ্নটি সাজদার চিহ্ন। অর্থাৎ ওই স্থান পর্যন্ত পড়লে একটি সাজদা করা ওয়াজিব। এরকম চিহ্ন রয়েছে ১৪টি।
- * o : এই চিহ্নটি আলিফে যায়িদা বোঝায়। অর্থাৎ যে আলিফ শুধু লেখার নিয়ম অনুসারে আসে, কিন্তু পড়ায় বা উচ্চারণে আসে না। কুরআন মাজীদে ২৫ জায়গায় এমন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

কালার দিকনির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিহ্ন রঙিন করা হয়েছে—

- * চার আলিফ-চিহ্ন (آ)।
- * তিন আলিফ-চিহ্ন (إ)।
- * ওয়াক্ফে লায়িম (م)।
- * সাকতা-চিহ্ন (سكنة)। এমন চিহ্নবিশিষ্ট ৪টি স্থানে রঙিন করা হয়েছে—(ক) সূরা কাহফ, ১৮ : ১; (খ) সূরা ইয়া সীন, ৩৬ : ৫২; (গ) সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৭; (ঘ) সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৪। এই চারটি স্থান ছাড়া সাকতায়ুক্ত (سكنة) অন্যান্য স্থানে সাকতা করা জরুরি নয়।
- * সাজদা-চিহ্ন (السجدة) এবং আয়াতের যে পরিমাণ অংশ পাঠ করলে সাজদা ওয়াজিব হয়, সেই অংশটুকু : (وَيْسِّحُونَ لَهُ يَسْجُدُونَ)।
- * ওয়াজিব গুন্নাহ (مُنْ)।
- * কলকলার হরফে (ق, ط, ب, ج, د)।
- * اء শব্দের শেষের আলিফটি পড়ায়-উচ্চারণে আসে না। তবে চারটি اء-এর ব্যতিক্রম, সেগুলোতে আলিফ উচ্চারণে আসে। অর্থাৎ সেগুলো এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। সেই জায়গাগুলো হলো—(ক) সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৯; (খ) সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৯; (গ) সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫; (ঘ) সূরা যুমার, ৩৯ : ১৭।

বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন

- * নূন সাকিন (نْ) কিংবা তানবীন (نَ)-এর পর ب হরফ এলে, সেই নূন সাকিন বা তানবীনকে মীম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে ইখফা ও গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। এই নিয়মকে ‘ইকলাব’ বলে। ইকলাবের ছোট মীমটি (م) ওয়াক্ফের কোনও চিহ্ন নয়। যেমন : مِنْ بَعْدِ إِصْلَاحِ بَيْنِ
- * তানবীনের পরে তাশদীদ বা জযমযুক্ত কোনও শব্দ এলে শব্দ-দুটিকে মিলিয়ে পড়ার জন্য তানবীনের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা নূন (نْ) স্পষ্ট করে যের-সহ পড়তে হয়। এটিও ওয়াক্ফের কোনও চিহ্ন নয়। যেমন : حَيَّيْنَهُ جُئْتَهُ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

এ অনুবাদে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

[গ্রন্থকারের মৃত্যু সনের ক্রমধারা অনুযায়ী বিন্যস্ত]

০১. ইবনু ইসহাক (১৫১ হি.), **সীরাত**, ড. হামীদুল্লাহ (সম্পাদিত), মা'হাদুদ দিরাসাত, মরক্কো, ১৩৯৬ হি.।
০২. খলিল ইবনু আহমাদ ফারাহীদি (১৬০ হি.), **কিতাবুল আইন**, মাকতাবাতু লুবনান, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
০৩. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.), **মুওয়াত্তা**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৪ হি.।
০৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি (২০৪ হি.), **মুসনাদ**, আর-রিসালাতুল আলামিয়া, বৈরুত, ১৪৩৩ হি.।
০৫. ফাররা (২০৭ হি.), **মাআনিল কুরআন**, দারুস সালাম, কায়রো।
০৬. আবদুর রায়যাক সানআনি (২১১ হি.), **তাকসীর**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
০৭. আবু উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না (২১১ হি.), **মাজাযুল কুরআন**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
০৮. ইবনু হিশাম (২১৮ হি.), **আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ**, দার ইবনি কাসীর, দামেশক।
০৯. আবু উবাইদ (২২৪ হি.), **কিতাবুল আমওয়াল**, দারুল ফাদীলা, রিয়াদ, ১৪২৭ হি.।
১০. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫ হি.), **মুসান্নাফ**, শারিকাতু দারিল কিবলা, জেদ্দা, ১৪২৭ হি.।
১১. আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি.), **মুসনাদ**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪১৬ হি.।
১২. দারিমি (২৫৫ হি.), **সুনান**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৮ হি.।
১৩. বুখারি (২৫৬ হি.), **সহীহ**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৯ হি.।
১৪. মুসলিম (২৬১ হি.), **সহীহ**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৭ হি.।
১৫. ইবনু মাজাহ (২৭৩ হি.), **সুনান**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩০ হি.।
১৬. আবু দাউদ (২৭৫ হি.), **সুনান**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৪ হি.।
১৭. ইবনু কুতাইবা (২৭৬ হি.), **তাকসীরু গরীবিল কুরআন**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
১৮. ইবনু কুতাইবা (২৭৬ হি.), **তাবীলু মুশকিলিল কুরআন**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
১৯. তিরমিযি (২৭৯ হি.), **সুনান**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩২ হি.।
২০. বাযযার (২৯২ হি.), **মুসনাদ**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
২১. নাসাঈ (৩০৩ হি.), **সুনান** (আল-মুজতাবা), মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪৩৫ হি.।
২২. নাসাঈ (৩০৩ হি.), **আস-সুনানুল কুবরা**, বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়া, বৈরুত।
২৩. নাসাঈ (৩০৩ হি.), **তাকসীর**।
২৪. আবু ইয়া'লা (৩০৭ হি.), **মুসনাদ**, দারুল মামুন লিত তুরাস, বৈরুত।
২৫. তাবারি (৩১০ হি.), **জামিউল বায়ান আন তা'বীলি আ-য়িল কুরআন**, দারুল হাদীস।
২৬. বাজ্জাজ (৩১১ হি.), **মাআনিল কুরআন ওয়া ই'রাবুল**, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত।
২৭. ইবনু দুরাইদ আযদি (৩২১ হি.), **জামহারাতুল লুগাহ**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
২৮. ইবনু আবী হাতিম (৩২৭ হি.), **তাকসীরুল কুরআনিল আযীম**, দার ইবনিল জাওযি, রিয়াদ।
২৯. নাহহাস (৩৩৮ হি.), **মাআনিল কুরআন**, দারুস সাহাবা, কায়রো।
৩০. নাহহাস (৩৩৮ হি.), **ই'রাবুল কুরআন**, দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত।
৩১. ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), **সহীহ**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৩২. তাবারানি (৩৬০ হি.), **আল-মু'জামুস সগীর**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৩৩. তাবারানি (৩৬০ হি.), **আল-মু'জামুল আওসাত**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৩৪. তাবারানি (৩৬০ হি.), **আল-মু'জামুল কাবীর**, মাকতাবাতুল আসালা ওয়াত তুরাস, বৈরুত, ১৪৩১।
৩৫. জাসসাস (৩৭০ হি.), **আহকামুল কুরআন**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৩৬. আবু মনসূর (৩৭০ হি.), **তাহযীবুল লুগাহ**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।
৩৭. দারাকুতনি (৩৮৫ হি.), **সুনান**, আর-রিসালাতুল আলামিয়া, বৈরুত।
৩৮. ইবনু আব্বাদ (৩৮৫ হি.), **আল-মুহীত ফিল লুগাহ**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৩৯. জাওহারি (৩৯৩ হি.), **আস-সিহাহ**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।

৪০. ইবনু ফারিস (৩৯৪ হি.), **মুজমালুল লুগাহ**, দারুল ফিকর, দামেশক।
৪১. ইবনু ফারিস (৩৯৪ হি.), **মাকাসিসুল লুগাহ**, দারুল হাদীস, কায়রো।
৪২. হারাবি (৪০১ হি.), **কিতাবুল গরীবাইন**, জাইযাতু দুবাই আদ-দাওলিয়া, দুবাই, ১৪৪৫ হি।
৪৩. হাকিম (৪০৫ হি.), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৪৪. সালাবি (৪২৭ হি.), **আল-কাশফ ওয়াল বায়ান**, দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪২২ হি।
৪৫. আবু নুআইম (৪৩০ হি.), **দালাইলুন নুবুওয়া**, দারুল নাফাইস, বৈরুত, ১৪০৬ হি।
৪৬. বাইহাকি (৪৫৮ হি.), **আস-সুনানুল কুবরা**, দারুল হিজর, কায়রো।
৪৭. বাইহাকি (৪৫৮ হি.), **দালাইলুন নুবুওয়া**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৪৮. ইবনু সীদাহ আন্দালুসি (৪৫৮ হি.), **আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আজম**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৪৯. ওয়াহিদী (৪৬৮ হি.), **আসবাবুন নুযল**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৫০. রাগিব ইস্পাহানি (৫০২ হি.), **মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন**, দারুল কলম, দামেশক।
৫১. বাগাবি (৫১০ হি.), **মাআলিমুত তানযীল**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৫২. যামাখশারি (৫৩৮ হি.), **আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৫৩. যামাখশারি (৫৩৮ হি.), **আসাসুল বালাগাহ**, দারুল নাফাইস, বৈরুত।
৫৪. যামাখশারি (৫৩৮ হি.), **মুকাদিমাতুল আদাব**, লিপযিগ, ১৮৪৩ খ্রি।
৫৫. ইবনু আতিয়া আন্দালুসি (৫৪১ হি.), **আল-মুহাররারুল ওয়াযীজ**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৫৬. ইবনুল আরাবি (৫৪৩ হি.), **আহকামুল কুরআন**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৫৭. ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হি.), **যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর**, দার ইবনি হাযম, বৈরুত।
৫৮. ফখরুদ্দীন রাযি (৬০৪ হি.), **আত-তাফসীরুল কাবীর**, দারুল ফিকর, দামেশক।
৫৯. ইবনুল আসীর (৬০৬ হি.), **আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৬০. মুতাররিযি (৬১০ হি.), **আল-মুগরিব**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৬১. মাকদিসি (৬৪৩ হি.), **আল-আহাদীসুল মুখতার**, দারু খাদির, বৈরুত।
৬২. সগানি (৬৫০ হি.), **আল-উবাবুয যাখির ওয়াল লুবাবুল ফাখির**, মারকাযুল বুহুস, রিয়াদ।
৬৩. বায়যাবি (৬৮৫ হি.), **আনওয়ারুত তানযীল**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।
৬৪. নাসাফি (৭১০ হি.), **মাদারিকুত তানযীল**, দারুল নাফাইস, বৈরুত।
৬৫. ইবনু মানযুর (৭১১ হি.), **লিসানুল আরব**, দারু সাদির, বৈরুত।
৬৬. ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.), **তাফসীরু সিন্তি সুওয়ার**, আদ-দারুল কাইয়িমা, বন্নে (১৩৭৪ হি.)।
৬৭. আবু হাইয়ান গারনাতি (৭৪৫ হি.), **আল-বাহরুল মুহীত**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৬৮. ইবনু হিশাম আনসারি (৭৬১ হি.), **মুগনিল লাবীব আন কুতুবিল আ'রারীব**, দারুল লুবাব, ইস্তাম্বুল।
৬৯. ফাইয়ুমি (৭৭০ হি.), **আল-মিসবাহুল মুনীর**, দারুল ফাইহা, কায়রো।
৭০. ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৭১. যারকাশি (৭৯৪ হি.), **আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন**, দারুল হাদীস, কায়রো।
৭২. ইবনু রজব হাম্বলি (৭৯৫ হি.), **কালিমাতুল ইখলাস**, দারুত তাদমুরিয়া, ১৪৩৫ হি।
৭৩. ফিরুযাবাদি (৮১৭ হি.), **আল-কামুসুল মুহীত**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।
৭৪. ফিরুযাবাদি (৮১৭ হি.), **বাছাইরু যাবিত তামযীয ফী লাতাইফিল কিতাবিল আযীয**, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৭৫. আসকালানি (৮৫২ হি.), **ফাতহুল বারী বি-শারহি সহীহিল বুখারি**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৭৬. আসকালানি (৮৫২ হি.), **আল-মাতালিবুল আলিয়া**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।
৭৭. সুয়ুতি (৯১১ হি.), **তাফসীরুল জালালাইন**, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
৭৮. সুয়ুতি (৯১১ হি.), **আদ-দুররুল মানসূর**, মারকাযু হিজর, কায়রো, ১৪২৪ হি।
৭৯. মুরতাদা যাবীদি (১২০৫ হি.), **তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস**, দারু সাদির, বৈরুত।
৮০. শাওকানি (১২৫০ হি.), **ফাতহুল কাদীর**, আর-রিসালাতুল আলামিয়া, বৈরুত।

আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান

[একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। যে-কোনও ভাষার ক্ষেত্রে কথাতি খাটলেও, আরবি ভাষায় এটি অনেক বেশি প্রযোজ্য। কুরআন মাজীদ এবং নবি ﷺ-এর সুন্নাহতেও একটি শব্দ প্রসঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; সেসব অর্থের অনেকগুলোই আধুনিক অভিধানগুলোতে অনুপস্থিত। এদিক দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র শব্দগুলোর সঠিক মর্মেচ্ছারের জন্য আধুনিক অভিধানের চেয়ে প্রাচীন প্রামাণ্য অভিধানগুলো অনেক বেশি সহায়ক। অন্যদিকে, সময়-পরিক্রমায় আরবি শব্দের অর্থের মধ্যে নানা নতুনত্ব যোগ হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে আধুনিক সময়ে রচিত বইপুস্তকগুলোতে; এসব নতুন অর্থ জানার জন্য প্রাচীন অভিধানগুলো খুব বেশি উপযুক্ত নয়। তাই, দুটি অভিধান রচনার কাজ চলছে: (১) “মু'জামুল কুরআন”, যেখানে কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থ নির্ভরযোগ্য উৎস-গ্রন্থাবলির রেফারেন্স-সহ উল্লেখ করা হবে; আর (২) “মু'জামুল বায়ান”, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলিতে ব্যবহৃত শব্দাবলির অর্থের সঙ্গে যুক্ত হবে আধুনিক সময়ে প্রচলিত অর্থগুলো। “মু'জামুল কুরআন” থেকে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দের অর্থ সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো। গ্রন্থটির রচনা শেষ হলে সেখানে উদাহরণ-সহ বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, ইন শা আল্লাহ।]

(সমা. اَلْكَذِبُ قَتْلٌ (আইন), صَدَقَ (তারারি ১:২৯৮, বাজ্জাজ ১:৩৭) رَأَتْ غَوِي (মুকাদ্দিয়া ২০০:১৩)) ২ নিরাপত্তা/ অভয় দেওয়া; আশ্রয় দেওয়া (সমা. اَجَارَ (লিসান), امين نهد (মুকাদ্দিয়া ২০০:১৩), বিপ. اخاف (লিসান)) । (সুরা কুরাইশ; লিসান) ।

حَقٌّ [ব.ব. حَقَاقٌ, حُقُوْقٌ] (মুহকাম) ১ সত্য; সঠিক
(বিপ. باطِلٌ) (আইন; জামহার)। ২ সত্য কথা (সমা. صِدْقُ الْحَدِيثِ)
(তাহযীব)। ৩ যথার্থ; সর্বোচ্চ মাত্রার (মুহকাম) هَذَا الْعَالَمُ حَقُّ الْعَالِمِ
“এ জগতী যথার্থই জগতী” (মুহকাম)। ৪ সমীচীন; ন্যায়সংগত:
বাস্তবানীয় (সমা. مَعْرُوفٌ) (তাহযীব)। ৫ মালিকানা; অধিকার (সমা.
مِلْكٌ) (তাহযীব)। ৬ সুপ্রতিষ্ঠিত/স্বতঃসিদ্ধ বিষয়; মহাসত্য;
চিত্রসত্য; অনস্বীকার্য সত্য; যে-সত্য অস্বীকার করার সুযোগ
নেই (الكَلْبُ الَّذِي لَا يَسُوعُ إِنْكَارٌ) (কাশশাফ ৫৯)। ৭ আদ্বাহর বিধান
مَا أُنْزِلَ (বাজ্জাজ ৪:২৫২); কুরআনে-বর্ণিত বিধি-নিষেধ (أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَمْرِ وَاجِبٍ مَا نَعَى عَنْهُ فَيُدِّى
(হাসান ও কাভাদার বরাতে বাগাবি, ১০৩:৩)। ৮ سَاتِيحٌ সত্য [তখন
অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য] (তোবারি, সূরা ৭:৭৩)। ৯ সত্যিই;
সত্যিকার অর্থে। ১০ যথাযথভাবে; নির্ভুলভাবে; সঠিকভাবে
(সমা. حَقًّا وَصَوَابًا) (বিপ. بَاطِلًا وَخَطَأً) (তোবারি, তাকসীর, সূরা ৭:৭৩)। ১১
بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْحَكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَلَمْ يَخْلَفْ عَيْنًا) চূড়ান্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে
(কাশশাফ ৫৩৭); যথাযথ উদ্দেশ্য নিয়ে; বেহুদা/অনর্থক নয় (... لَمْ
عَيْنًا (মুকাতিলের বরাতে বাগাবি, সূরা বাকারা ২:১১৯)। ১২ নিশ্চিত জ্ঞানের
ভিত্তিতে (بِالْيَقِينِ الَّذِي لَا تُسِفُهُ) (কাশশাফ ৬৭৫, ৬৭৬)। ১৩ যথার্থ ও
অনিবার্য কারণে (الْحِكْمَةُ وَالصَّوَابُ الَّذِي لَا يَحِيدُ عَنْهُ) (কাশশাফ ৪৬৬)।
১৪ অবधारित/আবশ্যিক পরিণামে (بِالْجَوْبِ) (কাশশাফ ৮৬৫)।
১৫ “অবধারণিত পরিণাম হিসেবে তাদের
পাকড়াও করে এক ভীষণ আওয়াজ।” (সূরা মুমিনুন ২৩:৪১; কাশশাফ
৮৬৫)। ১৬ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য (لِإِقَامَةِ الْحَقِّ) (বাজ্জাজ

8:380))

دِينٌ [ব.ব. دِينًا] (আইন) ১ আনুগত্য (সমা. طاعة আইন, জীম, জামহারা, বাজ্জাজ ২:২৫৩, ৩:৯৪৮; তাবারি ৩:৯৪৪, ৩০২, সিহাহ); নতি-স্বীকার (ذُلٌّ (মুহকাম); আনুগত্য ও নতি-স্বীকার طاعة وذلة (তবারি ৩:৯৪৩); আত্মসমর্পণ (সমা. إسلام (মুহকাম, মুফরাদাত)। التَّيْنِ لِلَّهِ “আল্লাহর কথামতো চলতে হবে আর তাঁর কাছেই দাসের মতো নত হয়ে থাকতে হবে” (إِنَّمَا هُوَ طَاعَتُهُ وَالتَّعَبُّدُ لَهُ) (অহযীব)। ২ বিচার; বিচারব্যবস্থা; ফায়সালা; সিদ্ধান্ত (সমা. قَضَاءُ (অহযীব; حُكْمٌ (মুহীত, মুজমালা)। ৩ রীতি; রীতিনীতি; আদর্শ; জীবনাদর্শ; নীতি-আদর্শ; চিন্তা-বিশ্বাস (সমা. مِلَّةٌ (জামহারা, তাবারি ৪:৪৪৯, ১০:২৬২), كَيْسٌ (মুকাদ্দিমা ৪৮:১৪, ২৬২:৪)। اَللَّاتَيْنِ আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ; ইসলাম (সমা. ۸৮:১৪, ২৬২:৪)। دِينِ اللَّهِ আল্লাহর ধীন অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারণ-করা জীবনাদর্শ, অর্থাৎ ইসলাম (مِلَّةُ اللَّهِ الَّتِي اخْتَصَّهَا) دِينِ اللَّهِ: مِلَّةُ اللَّهِ الَّتِي اخْتَصَّهَا) ৪ প্রথা; আচার; অভ্যাস (সমা. عَادَةٌ (আইন, জীম, জামহারা, বাজ্জাজ ১:২৫৫; ذَأْبٌ (জামহারা); شَأْنٌ (সিহাহ); حَالٌ (মুহীত)। مَا زَالَ (জামহারা)। ৫ (রূপক অর্থে) নিয়মকানুন (সমা. ذَلِكْ دِينُهُ “এটা তার অভ্যাস” (জামহারা)। ৬ রাজত্ব; ক্ষমতা; শাসন (সমা. مُلْكٌ (জামহারা)। ৭ প্রতিদান; প্রতিফল; পাওনা; পুরস্কার (সমা. الْجَزَاءُ (জামহারা, বাজ্জাজ ১:২৫৫; অহযীব); مَكَانَةٌ (সিহাহ)। “প্রতিদান দিবসের মালিক” (সূরা ফাতিহা ১:৪; বাজ্জাজ ১:২৫৫)। ৮ হিসাব (সমা. الْحِسَابُ (অহযীব); গণনা (সমা. الْعَدَدُ) (অহযীব)।

১ **চুপিচুপি অবহিতকরণ** (إِغْلَامٌ [অহসীব]); **وَحْيٌ** [ব.ব.]; **وَحْيٌ** (অহসীব); **خَفَاءٌ** (অহসীব); **অন্তরে প্রক্ষেপণ; হৃদয়ঙ্গম করানো; অন্তরে ভাবনার উদয় ঘটানো** (সমা. إِيْلَافٌ فِي الْقَلْبِ (অহসীব)); **জানানো; জ্ঞাতকরণ; জ্ঞাপন; প্রজ্ঞাপন; এঙেলা; অবহিতকরণ; বোঝানো; বোধন** (সমা. إِيْلَافٌ (জামহাবা); **إِغْلَامٌ** (অহসীব); **গোপন কথা** (সমা. كَلَامٌ خَفِيٌّ (সিহাহ)।
 ২ **ঘোষণা** (সমা. إِغْرَافٌ (জীম); **সংবাদ** (সমা. نَبَأٌ (জামহাবা)। ৩ **লিখন**

(সমা. كِتَابُهُ (তাহযীব)); লিখনি (সমা. مَكْتُوبٌ (মুহকামা))। 8 নির্দেশনা;
ফরমান (সমা. كِتَابٌ (সিহাহ))। 8 পয়গাম; বার্তা (সমা. رِسَالَةٌ (সিহাহ))।
ইঙ্গিত; ইশারা; সংকেত (সমা. إِيمَاءٌ (জীম, জামহারা), إِشَارَةٌ (জামহারা))।